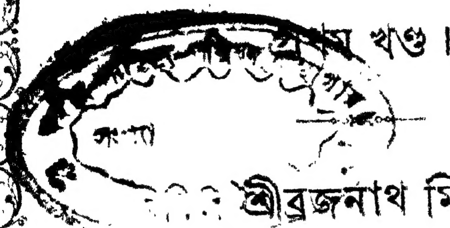
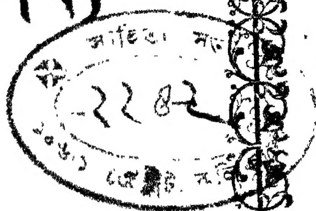
কাদম্বরী কাব্য

প্রথম খণ্ড।





শ্রীব্রজনাথ মিত্র

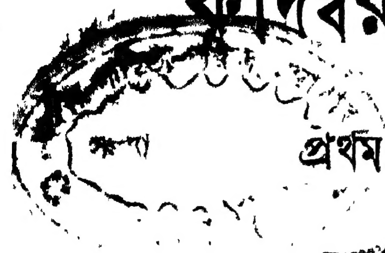
প্রণীত।

"মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

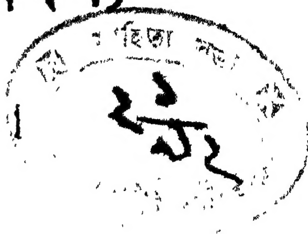
রঘুবংশং।

কলিকাতা

কাদম্বরী কাব্য



প্রথম খণ্ড।



শ্রীব্রজনাথ মিত্র

প্রণীত।

" মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥"

রঘুবংশং।

কলিকাতা

বি, পি, এমস্ যন্ত্রে

শ্রীকালীকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নং ২২ ঝামাপুকুর লেন।

সন ১২৭৬ সাল।

উৎসর্গ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বাহাদুর

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

হে অশেষগুণরাশি, কুমার সুমতি!
তব পদে নমে আজি এই দীনজন।
পরিচিত নহে তব নাম ধাম তার;
চাহে না সে দিতে পরিচয়, লাজভয়ে।
রচেছে এ কাব্যখানি কত যত্ন করি।
ছিল না ভরসা তার; দিয়াছি ভরসা,
যদি ও সে কাব্য নাম যোগ্য নয় তার।
দিতেছে এ উপহার,—ছেলে খেলা মাত্র—
ও চরণ তলে তব; নিজগুণে প্রভু,
মহামতি, নহে সব হইল বিফল।
যে আশা, কুমার! তব না পূরিবে কভু,
এ কাব্য পঠনে; তবে কিনা মহাজন
যেই, নিজ প্রাণপণে রাখে আশ্রিত যে
তার। সুরানিবারণ উদ্দেশ্য ইহার।
তেঁই অর্পিতেছে তোমা; দিও হে আশ্রয়।

একান্ত বশম্বদ

শ্রীব্রজনাথ মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

কাদম্বরী কাব্য প্রচারিত হইল। ইতিপূর্ব্বে আমার এমন কোন আশা ছিল না যে ইহা মুদ্রিত হইবে; কিন্তু বন্ধুবর্গের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পাঠকবর্গ হঠাৎ মনে করিতে পারেন, সংস্কৃতে যে কাদম্বরী গ্রন্থ আছে তাহাই ভাষায় অমিত্রাক্ষরে রচিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দ্বাপরকে ধর্ম্মরাজ, বারুণীর কন্যাকে কাদম্বরী করিয়া, তাহার সহিত কলির বিবাহ, অনন্তর তাহাদের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, আমাকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন।

পাঠকগণ! আপনারা এই কাব্যখানির অশেষ দোষ দেখিতে পাইবেন; কিন্তু সুরাপান নিবারণ ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাধন হইলে আমার পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীব্রজনাথ মিত্র।

কাদম্বরী কাব্য

কালের তৃতীয় পুত্র গেলা চলি যবে
বৈকুণ্ঠ নগরী—নিত্য আনন্দের ধাম
পরলোকে—ধর্ম্মে মাত্র দয়াবতী। কহ
দেবি! বীণাপাণি নিল বসুমতী কোন্
জন নিষ্কলঙ্কী তবে, কেমনে বা? দেহ
মাতঃ! দাসে পদ ছায়া বর্ণিবারে শোক,
তাপ, রোগ, যাহে অভিভূতা এবে ধরা
ললাট লিখন হেতু—বিধাতার লিপি
খণ্ডাতে কে পারে?—মন্দমতি অভাজন
আমি, ত্রাণ কর মোরে গো জননি! কৃপা
দানে। উর বিশ্বরমে মানস আসনে
চিত্রিতে এ চিত্রপট মম। কি শকতি
ধরে দাস এ বাসনা পুরে, বিনা তব
সহায়তা? কহ মাতঃ! শিশুর আব্দার
স্নেহময়ী জননীর নিকটেতে বই
সাজে কার কাছে? তেঁই কাঁদিতেছি মা গো!
গড়াগড়ি দিয়া, শক্তিহীন বুদ্ধিহীন।
ধর্ম্মপুর নামে পুরী ঘোষে ত্রিজগতে।

ধর্ম্মবন্ত রাজা তায় আছিলা দ্বাপর,
মেদিনী বরিল যাঁরে বিধির আজ্ঞায়।
সখা তাঁর পুরন্দর, জয়ন্তের সখা
যথা দেব বাসুদেব। সরলা মহিষী
নিরুপমা ভবতলে। আত্মসংজ্ঞা মন্ত্রী
অতুল ব্রহ্মাণ্ডে যার গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য,
বৃহস্পতি দেবগুরু খ্যাতি মাত্র সার।
না জানি কেমনে আজি বিগত জীবন
ভ্রাতারূপ অহি যবে পশিল বিপিনে,
চিন্তাযুত অসহায়, যবে ভূপ ছিলা
যদুকুল-নিধি যথা কুল ধ্বংস করি
কানন মাঝারে। দেবগণ হাহাকার
অন্তরীক্ষে, হাহাকার ভূচর খেচর
সবে, শোকাকুল বজ্রী, দেবঋষি যত
ধর্ম্মাচারী ; মহোল্লাস ধ্বনি দৈত্যকুলে।
সরলা কারণ বিধি কাঁদিলা আপনি
যদিও বিধানে তাঁর ঘটিল এমন।
ডাকিলা বার্ত্তারে তবে, আজ্ঞামাত্র দেবী
তথা দিলা দরশন। "শুন, দিগম্বরি!"
কহিলা বিধাতা, " যাও ত্বরা করি এবে
বিশ্বোপান্তে, যথা স্বপ্ন, সহনিদ্রাসখী ;
সাথে করি তুজনায়ে উর পুনঃ ভবে,
ধর্ম্মাগারে, সরলার পাশে ; স্নেহ ভাবে
মগ রূপে ভাষ এই ভাষা, " এস বৎসে!

মোক্ষধামে, যথা পতি ভব ধরা ছাড়ি,
মর্ত্ত্যধামে কিবা ভোগ লভিবে আপার!"
প্রণমি ধাতার পদে গেলা দেব দূতী
চলি নীল নভঃপথে, মনোরথ গতি।
শোভিল সুমেরু এবে পলকের মধ্যে
অদূরে, স্ফটিকময় তুষারাবরণে।
কিন্তু ঘোর তমঃ হেরি কাছে দাঁড়াইলা
বিষণ্ণ বদনে দেবী, হায়! গতিহীনা।
অকস্মাৎ স্বর্গদ্বার খুলিলা বিধাতা,
আলোকে পূরিল দেশ। কিবা অপরূপ
ধরিল সে গিরি শোভা শুভ্র কলেবরে!
ধীরে ধীরে স্বপ্ন পাশে চলিলা প্রমদা
চিন্তাকুলা, যথা রাধা নিকুঞ্জ কাননে
ব্রজ পরিহরি যবে ব্রজের রতন,
চলি গেলা মধুপুরে আঁধারি গোকুল।
উঠি স্বপ্ন কুহকিনী তবে সসম্ভ্রমে
বসিতে আসন দিলা;—"কি সৌভাগ্য মম,
ভগ্নি! হেরিলাম আজি ওই চন্দ্রানন
তব। কোন্ প্রয়োজন হেতু আগমন
হেথা নিশা কালে?—কহ, সাধিব এখনি,
অসাধ্যেও নাহি ডরি, জয়ী বিধিবরে
ত্রি ভুবনে।" নীরবিলা স্বপ্ন এই বলি।
আরম্ভিলা দেব দূতী ভাসি নেত্র নীরে,—
"বিধি বাম এবে, সখি, মো সবার প্রতি।

অস্তাচলে গিয়াছে লো ধরাসুখশশী।
বলিব কি আর? হৃদি বিদরে আমার
কহিতে দারুণ কথা, যাঁর পদযুগ
পুজিতাম মোরা সদা, জগৎ আনন্দ
ধর্ম্ম অবতার যিনি, কালের তৃতীয়
পুত্র, সর্ব্বগুণাকর দ্বাপর, উপমা
আর নাহি যার এই চরাচরে; সেই
পুরুষ রতন, কিছু কারণ না জানি,
দুরাত্মা কলির করে হয়েছেন হত
আজি, অকস্মাৎ, যবে মুদিলা নয়ন
আনন্দ কাননে দিনকর। জায়া তাঁর
সরলা জ্ঞানদা সর্ব্বলোকে, হৈমবতী
কলুষনাশিনী যথা; নম্রতা-অপ্সরা-
কুল পাইয়াছে যাঁরে কত পুণ্যবলে।
রূপের তুলনা, সখি, কব কিবা আর!
কলানিধি নহে তুল্য তাঁর; সৌদামিনী
আকাশ হইতে যেন পড়িয়াছে খসি,
লাজ ভয়ে স্থিরীভূতা, যথা কুলবধূ।
প্রাণসখা তরে সতী শয়ন-মন্দিরে,
ম্রিয়মাণা এবে, যথা দানব নন্দিনী
প্রমীলা, চলিয়া গেলা যবে বীর সিংহ
অরিন্দম ইন্দ্রজিত রক্ষঃকুলনিধি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পুজি বৈশ্বানরে
যুঝিতে রাঘবানুজে সৌমিত্রি কেশরী;

অথবা রাধিকা যথা নিকুঞ্জকাননে
নিকুঞ্জবিহারী তরে সাজায়ে বাসর
নাহি হেরি প্রাণনাথে বিরসবদনা,
নিশানাথ অস্তাচলে চলি যায় যবে।
কহ লো ললনে ! প্রাণ ধরিবে কেমনে
পতিপ্রাণা সরলা সে শুনিলে বারতা ?
বিধি নিয়োগিলা মোরে, সে হেতু লো সখি !
আইলাম তব পাশে ; তোমা বিনা আর
নাহি কেহ ত্রিজগতে সাধিতে এ কাজ ;
চল ত্বরা করি বিশ্বরমে ! মনোরথ
পুরাতে ধাতার।" এত বলি নীরবিলা
বার্ত্তা, চাহি স্বপ্ন মুখ পানে। সুমধুর
ভাবে তবে ভাবিলা সে ধনী, বীণাপাণি
বীণা যথা,—" বিধিবিধি অবশ্য পালিব
সখি ! কিন্তু কি শকতি আছে মম তথা
যেতে একাকিনী ! চল যাই নিদ্রা দেবী
যথা তমোময় বাসে : প্রেরি তাঁরে আগে
পশিব লো আমি তাঁর মানস উরসে।
কোন্ রূপে যাইতে লো কহ বরাননে !
আদেশিলা মোরে বিধি, কি কথা বলিতে ?
আরম্ভিলা দেবদূতী পুনঃ,—" পদ্মাসন
মূর্ত্তি ধরি, পশিও লো সেই ধর্ম্মপুরে,—
কলির পরশে এবে ধর্ম্মহীন ; বসি
রাজ্ঞী শিরোদেশে কহিও দারুণ ভাষা,

কিন্তু মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে, 'এস বৎসে !
মোক্ষধামে যথা পতি তব ধরা ছাড়ি।
মর্ত্ত্যধামে কিবা ভোগ লভিবে অপার ! "
এতেক কহিয়া বার্ত্তা নীরবিলা। স্বপ্ন
উঠিলা অমনি বিধি পালিতে বিধির,
নিদ্রা দেবী সহ। ভেদি নীল নভোদেশ
চলি গেলা দোঁহে, যথা আয়তলোচনা
বিরহবিধুরচিতা রাজ্ঞী, মৌনবতী,
কভু শুই কভু বসি হেমময় খাটে,
আপনা আপনি কভু ভাবিছেন কত !—
"কেন বিলম্বিছে আজি প্রাণনাথ মোর ?
কেন কাঁদিতেছে প্রাণ ? নাচিছে কেন বা
দক্ষিণাঙ্গ মম, কিছু না পারি বুঝিতে ?
বিধি বাম মোর প্রতি, নতুবা ঘটিবে
কেন কুলক্ষণ এত ! " খসিল তারকা
যেন হতে নভোলোক, তেমতি মোহিনী
বেশে আবির্ভিলা স্বপ্ন রাজগৃহে, সহ
নিদ্রা দেবীসহচরী "যাও আগে তুমি"
কহিলা স্বপন, "আমি'পশিব পশ্চাত।
বাসি ভ্রমিতে এ পুরী, দেখিতে কলির
বেশ। " প্রবর্ত্তিলা নিদ্রা দেবী বিধাতার
কার্য্য সাধিবারে। স্বপ্ন চলিলা হেরিতে
পুরীর দুর্দ্দশা। বেগে বাহিরিলা, যথা
বসুমাতা, তপোবলে ভগীরথ যবে

আনিলা ভূতলে তাঁরে। দেখিলা চৌদিকে
তম ভীমকায়, যেন দ্বিতীয় পাণ্ডব
নাশিতে কৌরবে, পদ ফেলিছে নির্ভয়ে,
প্রবেশিতে পুরী,—হায়! হীনজ্যোতি এবে
ধর্ম্মের বিচ্ছেদে মাত্র; অরক্ষিতা, সীতা
যথা পঞ্চবটী বনে একাকিনী শূন্য
ঘরে। বাজে ক্রন্দনের ধ্বনি-হাহাকার,
কর্ণেতে দেবীর, ধরি সে রব চলিলা
বিশ্বের ঈশ্বরী; সরঃ শোভিল অদূরে
কানন মাঝারে; পুনঃ শুনিলা ক্রন্দন;
হেরিলা কমলবনে কমলামূরতি
রোদিছে বিবর্ণবর্ণা চপলা আসনে,
যদিও পাথোদ রেখা নাহি লেখা তাহে।
যে স্বনে ত্রিদিব মোহে মরত পাতাল,
স্বনিলা মোহিনী,—"কেবা তুমি, কারু জায়া,
একাকিনী ঘোরবনে কাঁদিছ কি হেতু,
এ নিশীথ কালে? কহ মোরে সুবদনি!"
উত্তরিলা মাতা—সুধাকর বরষিল
যেন সুধা—"ধর্ম্মরাজ পুরলক্ষ্মী আমি,
জানি ও রে ধনি! আর নারিব রহিতে
এ কলুষ পুরে, তেঁই আহ্বানি বিধিরে
বিলাপিছি আমি মোরে পাপকুণ্ড হতে
উদ্ধারিতে। দেবকুলঅরি কলি মারি
ধর্ম্মরাজে পশিতেছে পুরে; লভিবেক

সিংহাসন কালি ; ত্বরা হইবে মহিষী,—
আরক্ত লোচনা ধনী, ভুবনমোহিনী
এ ধরণীতলে ; দোঁহে ছারিবে খারিবে
এ ভব সংসার ; হায় ! যাইবে ভারত
এবে রসাতলে। ” সাঙ্গ না হতে প্রসঙ্গ
আইল দেবের রথ, বিজলী বরণ,
বিমান হইতে, ঘোষে নাম ত্রিভুবনে
পুষ্পক যাহার ; তাহে সারথি আপনি
দেবরাজ, কৃষ্ণ যথা অর্জ্জুন সারথি।

ঘর্ঘরি গভীর নাদে দাঁড়াইল দেব-
যান, দেবাদেশ মাত্র, সরোবর কূলে ;
নামিলা দেবেশ, সহ স্বরীশ্বরী ; কত
দূরে নিরখিয়া তবে দেবীরে, বন্দিলা
দোঁহে পদে লুটাইয়া ; কৃতাঞ্জলিপুটে
কহিলা বাসব,—“কর মাতঃ অবধান
দাসনিবেদন। বিধি প্রেরিয়াছে মোরে
লয়ে যেতে ব্রহ্মলোকে ও পদকমল,
কৈটভারি হৃষীকেশ বিরাজেন যথা
কমল আলয়ে; এই বিধিআজ্ঞা মাতঃ
কহিনু তোমারে। ” পুছি আঁখিনীর তবে
কমল অঞ্চলে, মাতা লাগিলা ভাবিতে,—
“কি প্রসাদ বৎস ! আজি দিব তোরে আমি
না পাই ভাবিয়া ! বিনা মূলে কিনিলি রে
মোরে। পড়েছে কি মনে তাঁর এ অধীনী

এত দিন পরে ? যুগে যুগে, বাছা, আমি
সয়েছি যাতনা যত তোদের কারণে—
অগোচর নাহি কিছু তোর—সে সকল
ঋণ তুই শুধিলি রে আজি, দেবরাজ !
বাঁধিলি রে ভক্তিডোরে চিরকালতরে ;
ঘুচালি চপলা নাম ; ধন্য ধন্য তুই ;
ধন্যা রে জননী তোর, শোভে কোলে যার
এ হেন অমূল্য নিধি, দ্বারে তার সদা
বাঁধা ধর্ম্ম।" আশীষিয়া এই রূপে মাতা,
কমলবাসিনী, পুনঃ হইলা নীরব।

আরম্ভিলা সুরপতি,—"তব কৃপাবলে
বলী দাস চিরকাল, নতুবা যাইত
এ বিভব দৈত্যকরে সব। যুগে যুগে,
মাতঃ, রক্ষিয়াছ তুমি মোরে রিপুকুল
হতে ; সাধিতে যে পুত্রকার্য্য কষ্ট সহে
মাতা, বহু স্নেহ বিনা কভু কি সম্ভবে ?
সহস্র দোষেতে দোষী হয় পুত্র যদি,
ত্যাগে কি মাতা তারে ?" কহিলা ইন্দ্রাণী,
অশ্রুপূর্ণমুখী, কোটিবিধুনিভাননা,
মৃদুমন্দ স্বরে,—"কহি বা কেমনে আমি
তোমার মহিমা, দেবি ! অবলা অবোধ !
দুরন্ত রাক্ষস যবে দলিল পৃথিবী,
স্বরগ, পাতাল, নাথভরসা কেবল
এক মাত্র, ও চরণযুগ তব ; যার

প্রসাদে মরিল দশগ্রীব সবান্ধবে ;
মরিল জগতরিপু কংশ দুষ্টাশয় ;
মরিল অসংখ্য আর কত বীরবর,
ভীমমূর্ত্তি যুগে যুগে, যাহাদের পদ-
ভরে, মাতঃ, অহরহ কাঁপিত মেদিনী।”
“এই ভিক্ষা মাগে এবে দাসী পদাম্বুজে
তব, মুরহররমে ! যেন কভু নাহি
পড়েন বিপদে নাথ আর। দৈত্যকুল
গর্জ্জিত হুঙ্কারে যবে, সে ভৈরব রব
শুনি সদা কাঁপিত এ হিয়া মম ; তুচ্ছ
করিতাম অমরতা ; ইচ্ছিতাম মৃত্যু
ঘুচাইতে সে যাতনা। কিন্তু সর্ব্বভুক
শীতলে অর্পিলে বারি যথা, নষ্ট হোতো
যবে রিপুকুল, তবে ভাসিত হৃদয়
পুনঃ নন্দিসরোবরে, হেরি প্রাণনাথে,
অক্ষতশরীর, রণবিজয়ী আগত,
তোমার কৃপায়, কৃপাময়ি !” নীরবিলা
সুরেশ্বরী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। বিগলিত
ধারে অশ্রু বহিলে সে ক্ষণে, ভাসাইয়া
বসুমতী, বর্ষে যথা শ্রাবণের ধারা।
উত্তরিলা তবে দেবী শ্রীনাথভামিনী,—
“মিছে কেন কাঁদ, বৎসে ! আর ; কপালের
লিখন রোধিতে কেবা পারে ? হবে কেন
নতুবা আমার দশা হেন ! কিন্তু দেখ

ভেবে মনে, কহিলাম সার, ভাসে যেই
দুঃখার্ণবে, অবলম্বি সহিষ্ণুতা তরী—
হোক্ না যেমন কেন, কি ভয় তাহাতে ?
প্রভু তার কর্ণধার পারাবার মাঝে ;
আমি ও পশ্চাতে তাঁর থাকি দূরি দুঃখ,
রক্ষিতে তাহারে ভবে। না শোভে এ সব
দেবকুলে ; মনুজেও নাহি পায় শোভা।
ধার্ম্মিক যে জন, তার ভরসা কেবল
এক মাত্র সনাতন, অখিল তারণ
বিভু ; সংসারের দুঃখ সুখ সমভাব
তার পক্ষে। হইছ কি হেতু দুঃখী, ভাবি
ভাবী দুঃখ? তোমা সবা ভার আমা প্রতি,
দেবেন্দ্রাণি! চল এবে মোক্ষধামে ; হেথা
বিলম্বিলে বহু, ক্রোধ উপজিবে ধাতা
হৃদে। দেখ, নিশাপতি হতেছে মলিন ;
কুমুদিনী শকাতরা মুদিছে নয়ন,—
বিরহ বিধুরা, সতী পতিপ্রাণা, হেরি
শুকতারা নীলাম্বর ভালে, দুঃখ তারা
হেন গণি। হায় বৎসে! আছে কেবা হেন
জন, দেব কি মানব, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষঃ মাঝে, হিয়া না বিদরে যার,
নিরখিয়ে এ বালায় ? গঠিত হৃদয়
হইবে পাষাণে তার অবশ্য ; বাতুল
কিম্বা সেই জন ; নাহি ভাবে ভ্রাতৃদুঃখে

দুঃখ। হীন জন ব্যথা কভু অন্তরে কি
পশে তার, আজনম ধনী যেই ? হায় !
মন্দমতি নরাধম সেই, ধন মদে
মাতি সদা, ভুঞ্জে রস নানা, ইহ-
লোকে, পর পাপানন্দে ; চরম উপায়
নাহি চিন্তে। ওই দেখ আসিছে বিরহ,
দন্ত কড় মড়ি, শূল করে—শূল পাণি
যেন—তেকারণে হেটমাথে পড়িয়াছে
সলিল শয্যায় ধনী এবে ; অনুমানি
ও বদন তুলিবে না আর, মনোদুঃখে।"

"হায় বৎসে ! চিরদিন সমভাব যায়
কবে কার ? শত শত বৃশ্চিক দংশন
নহে ও ঘাত তুলনা ; দেব কি মানব,
দেবী কি মানবী, হানে সবে দুরাচার ;
কত শত বীর, দেবঋষি, মহাঋষি,
হতজ্ঞান, প্রাণ, পড়ি তার কোপানলে।
না জানি কেন বা বিধি সৃজিল উহারে !
দানব কুলেতে জন্ম জানি আমি ভাল ;
বিধাতার বরে জয়ী এ তিন ভুবনে।"

"ভস্মে যে মদনে দেব হলাহলপ্রিয়,
না জানি কেমনে দুষ্ট তাঁরে অধীরিলা,
যবে সতী পিত্রালয়ে ত্যাজিলা শরীর,
পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনি, নিজকাণে।
পলাইলে নাহি ছাড়ে ভীম মূর্ত্তিধর,

ভীমসম পরাক্রম, নিদয় বিষম ;
পিছে ধায় খেদাইয়ে ; জীবনে, অনলে
প্রবেশিলে, তার হাতে নাহিক নিস্তার।”
এ মতে বিলাপি কত, চলিলেন মাতা,
পাশীসুতা, দেবরথ যথা, আগে আগে ;
পশ্চাতে অমরনাথ পুলোমাসুন্দরী ;
নিকটে আছিল রথ ; রত্নসিংহাসন
তায়, শোভে শশধর যথা, পূর্ণকলা,
গগণ মণ্ডলে, আলো করি দশ দিক ;
কিম্বা যথা মনিরাজ কৌস্তুভ, মুরারি
গলে। হেন দিব্যাসনে বসিলা মৃগাক্ষী,
কেশববাসনা, এবে প্রফুল্লবদনা,
মর্ত্তলোক পরিহরি। পদতলে শচী,
সেবিতে চরণদ্বয়, বসিলা অমনি,
নাথের ইঙ্গিতে। তবে দেবলোকপাল
লাগিলা কহিতে, করযোড়ে, সকরুণ
ভাষে,—“দেহ আজ্ঞা, মাতঃ, চালাইব রথ
ব্রহ্মলোকে, বিরাজেন যথা অনাথের
নাথ, সর্ব্বশক্তিমান, সৃজন পালন
লয়কারী মুর-অরি, বিধাতার বিধি
সাধিবারে। দেবরাজ করিলা বিধাতা
মোরে, তেঁই সেবি তাঁরে।” সহাস্য বদনে
কহিলা ‘তথাস্তু’ দেবী। গর্জ্জিয়া উঠিল
দেবযান শূন্য পথে ; সে ভীষণ নাদে

পলাইলা নিশাচরগণ বহু দূরে;
মূর্চ্ছিলা কতেক জন, ভাবি বজ্রপাত,
ইরম্মদাকৃতি যানে হেরিয়া গগণে।
বায়ুভরে, ভেদি ব্যোম, চলিলা পুষ্পক;—
অদ্ভুত দেবের মায়া, কে পারে বুঝিতে?
কত শত যোগীন্দ্র যা নাহি পান ধ্যানে,
কেমনে সামান্য নর জানিব তা আমি!
বিমান নিবাসী যত কাতারে কাতারে
দাঁড়াইলা করযোড়ে, সভয়-অন্তর।
কেহ শ্বেত সরসিজ করে; কেহ দিলা
খুলি ভক্তি-দ্বার, মুদি আঁখি, সযতনে;
সুধানিধি অরপিলা সুধা রাশি রাশি;
রাখিলা রতন ঊষা—কত যতনের
ধন—দেবী ভালে, প্রেম সরসে রসিয়া;
পূর্ব্বঅম্বুনিধি হতে আছিলা উঠিতে
খগেন্দ্র-অগ্রজ দেব উদয় অচলে,
দেবীরে নিরখি দূরে, শশঙ্কিতচিতে
নমাইলা শির, যথা গজরাজ
মৃগরাজ পদে, থাকি অন্তরে, অন্তরে
বাসি ভয়, নীচবোধে, নিকটে যাইতে।
তারাময় নীলাম্বর ভেদিয়া চলিল
রথবর, সবাকার ধাঁধিয়া নয়ন।
মলিন হইল তারা, রথে হেরি তারা,
কোটী ইন্দু পরকাশি, ভুবনমোহিনী;

জগতলোচন তারা, জগতজীবন ;
অলকার অহঙ্কার যে তারা হইতে।—
সে তারার পদতলে খেলে সৌদামিনী,
পুলোমাসুন্দরী শচী, মেঘহীনা এবে।
ছাড়াইল চন্দ্রলোক আঁখিপালটিতে।
ভাতিল সম্মুখে দৈত্যকুল গর্ব্বখর্ব্ব
অমরআলয়, দেবলোক। মরি কিবা
সে লোক মাধুরী! যার তরে দানবেরা
পুজে যুগে যুগে মহামায়া পদযুগ,
প্রাণপণে, করিবারে সিদ্ধমনোরথ,
বৃথা আশা এ ভুবনে বুঝিয়া না বুঝে।
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিদ্যাধরী যত
তোষে বাসবের মনঃ অনুক্ষণ, নানা
রস আলাপনে, বিধিমতে, সুমধুর
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ; পঞ্চ শরে পঞ্চশর ;
গন্ধর্ব্বকুল-শেখর চিত্ররথ বলী
অমররক্ষণ সদা, দৈত্যকুলত্রাশ ;
নন্দন কানন—যথা বিহরেন সুখে
দেবকুলপতি, সহ অনন্তযৌবনা
শচী, প্রিয়া তাঁর, পর মানস হরিষে—
আমোদে গোলোক সদা নব পরিমলে ;
গোলাপ—সৌরভে যার গোলাভ মরের,
অরুণ বরণে মোহে অমরের হিয়া ;
শিখায় নূতন ভাব, প্রেম নাম তার,

যাহাতে পালেন বিভু এ তিন ভুবন ;
পারিজাত—ভবে তার কি দিব তুলনা,
অভাজন আমি, নাহি যার তুলা কিছু,
অতুল জগতে ; বিনা সূতে গাঁথি হার
সে ফুল রতনে—কিবা চিকণ গাঁথন,
মণিময় হার ছার, হারে চন্দ্রহার—
দোলান প্রাণেশ গলে চারু চন্দ্রাননা
শচী, মহোৎসব কালে, পতিসোহাগিণী।
  সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি বিহগেরকুল
গাইছে মধুরস্বরে ; উড়িছে কত বা
সুবর্ণের মালাকারে গগণে, আ মরি
যেন বাসবের চাপ, নূতন রঞ্জিত।
ঘেরিয়াছে মেঘকুল বৈজয়ন্তধাম,
চারিদিকে ; হাসিতেছে স্থির সৌদামিনী
সদা ; কিন্তু ভস্মরাশি মাঝে অগ্নি যথা,
আছয়ে অশনি তায়, মহাকালরূপে।
  হেরিয়া এতেক মঘবান অম্বরারি,
লাগিলা কহিতে তবে সবিনয়ে,—"কৃপা
যদি হয় গো জননি ! পূর্ণমনোরথ
তবে চাহি যে করিতে, পূজি পাদুখানি
আজি, কত দিন পরে যদি পাইনু তা
ভাগ্যবলে। লব রথ এবে দেবলোকে ;
সাধিয়ে বাসনা মম বৈকুণ্ঠে যাইব।
এই দাস নিবেদন হইবে রাখিতে।"

বলিতে বলিতে রথ উতরিল তথা।
নমিল জীমূত দল দেবীপদযুগে,
আগে ; পরে জীমূতবাহনে ; হাসি হাসি
আইল চপলা,—সদা চঞ্চলা রূপসী,—
সুহাসিনী, কমলার কমল চরণে ;
ষড়ানন তারকারি আসিয়া নমিলা
ময়ূরবাহনে ; দেব সৈন্য করি সাথে
চিত্ররথ বলী, আসি নমিল শ্রীপদে।
আইলা জগৎ প্রাণ, হইতে মলয়,
চতুষ্পম লয়ে করে, দেবীপদযুগে ;
আইলেন হেমমালাপ্রাণপ্রিয়ধন,
ভীষণ মহিষারূঢ়, ভীম দণ্ড করে ;
অলকারপতি আসি লুটাইলা পদে ;
আসি বিদ্যাধরী কত, কঠোরউরজা,
অম্বুদরা, শশিমুখী, সহাস্যবদনা,
নমিলা কমলাপদে শিরঃলুটাইয়া।
আশীষি সবারে দেবী শচীকান্তে চাহি,
কহিলা মোহিনী তানে,—"ভক্তি ডোরে তুই
বেঁধেছিস, দেবপাল! মোরে, বিনা পূজা
তুষিলি আমারে তুঁই। সফলিবে বাঞ্ছা
আশু তোর ; পাবে লয় দিতিজ প্রতাপ,
অচিরাৎ, মম বরে। হর কাল সুখে
বৎস! তবে, তোরে দিনু রে অভয়, আর
না সহে বিলম্ব; রাখ রথ ত্বরা করি

বৈকুণ্ঠে, বৈকুণ্ঠ যথা।” আনন্দ অর্ণবে
ভাসি কাশ্যপেয় তবে, মুহূর্ত্তেক মাত্রে
উত্তরিলা ব্রহ্মলোকে। দ্বারে দ্বারী ধর্ম্ম
ছাড়ি পথ ত্বরা করি, পড়িলা সাষ্টাঙ্গে
দূরে, ঈশা জানি। নমি দেবীপদাম্বুজে
ফিরাইলা সুরপতি রথ। চলি গেলা
বিশ্বমাতা যথা বিধি, আশীষি সুরেশে।

এ দিকে স্বপন দেবী সরোবরকূলে,
রাজলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধানে শোচিলা বিস্তর,
“হায় ধর্ম্ম! শাসিবে কে আর সে রূপেতে
মর্ত্ত্য? গেলা তুমি আমা সবে অনাথিনী
করি; তব বিরহেতে, তব প্রিয়জন
কত শত, পাসরিবে হৃদয়যাতনা.
জীবন-আহুতি দানে, বিচ্ছেদ-অনলে।
হায়! হীনজন-আশা বীর, তোমা বিনা
সর্ব্ব তমোময়; ঘোর পাপে অদ্যাবধি
ডুবিল মেদিনী এবে। আনন্দকানন-
রাজ্ঞী, মরি, নিরানন্দ, স্ব ভাব বিহনে।
ওরে রে পাপিষ্ঠ কলি! ধিক ধিক, শত
ধিক তোরে! বাল্যাবধি লালিল পালিল
যেই, এই কিরে তার পুরস্কার? হায়!
ভূমিষ্ঠিলি যেই ক্ষণে, দৈত্যাধম, সেই
ক্ষণে গরজিল মেঘ; বর্ষিল শোণিত;
নাদিল অশনি ভীম কড় কড় কড়ে;

ভয়াকুলা, থর থরে কাঁপিল বসুধা ;
উর্দ্ধমুখে ফেরুপাল ডাকে ; অমঙ্গল
উপজিল নানা, আর কহিব বা কত !
বুঝিলা সকল পিতা তোর, হারাইলা
অমনি রে জ্ঞান, হায় ! রক্ষোরাজ যথা
আত্মজ নিধন শুনি, রামানুজ বাণে।”

কতক্ষণ পরে দেব পাইয়া চেতন,
লাগিলা কহিতে তবে, শিরে কর হানি,—
‘রাজ্য মম, জানিয়াছি নিশ্চয়, রবে না
আর ; মজাইবে সব এই কুলাঙ্গার
আশু। সর্ব্বভুক যবে পশে ঘোর বনে,
কে বাধে তাহার গতি ইচ্ছিতে মরণ ?
বৈরী বারিনিধি হলে পারে কি করিতে ?
তেমতি এ ধরাতল নাশিবে পামর,
ধর্ম্মকুল-অরি সদা, খগেন্দ্র নাগারি
যথা নাশে নাগকুল, বিদিত জগতে ?’

“ হায় বিধি ! তাই বুঝি ঘটাইলে এত
কাল পরে ! কেন ওরে দুষ্ট কলি, তুই
না মরিলি জন্ম মাত্র ?” এই রূপ কাঁদি
জগতমোহিনী কত, গজেন্দ্রগামিনী,
অশ্রুপুর্ণমুখী, ধরে পশিলা উদ্যানে।

গোলোকে নন্দন, সুরমানসনন্দন,
নরের দুর্লভ ইহলোকে,—পুণ্যবৃক্ষে
ফলে সে রতনফল, অমৃতপুরিত ;

মর্ত্ত্যে বৃন্দাবন—মরি বাহিরায় বারি
নয়ন হইতে দর দরে, স্মরিলে সে
লীলাধাম,—তুলা তার, যবে কেলিতেন
ব্রজনাথ, ব্রজবালা সনে, নীপমূলে ;
বলিপুরে রম্যোদ্যান বলির, প্রেমশ
নিরমিত, বিশ্বম্ভর মূরতি যাহাতে
পায় শোভা, লাজে হেটে শির সবে এবে,
হেরে ধর্ম্মোদ্যান শোভা, অতুল পাতালে,
মরতে, স্বরগে, মুনিকুলপ্রাণধন।
রক্ষক তাহার নিজে ঋতুকুলপতি।
সিংহাসন সারি সারি, কুসুমরচিত,
বিভু গুণমাখা, জ্যোতির্ম্ময় দীপিয়াছে
চারি দিক, লভে যেন সৌরভে নাসিকা
স্বর্গসুখ ; গুঞ্জরিছে গুণ গুণ রবে
অলিকুল, ফুলদলে, নহে মধুপান
করি, শুন হে ভাবুক, ভাগ্যে দোষে এবে
ধর্ম্মমৃত্যু বার্ত্তাবহ, যদি ও কৌমুদী
খেলে, কুমুদিনী সনে, অট্ট অট্ট হাসি।
হেমলতা কুঞ্জ মাঝে, বৃত্তাকার, লেখা
ধর্ম্মগুণ, বিকাশিছে চন্দ্রকান্তজ্যোতি ;
নহে এ লাবণ্য রূপ, নিরখয়ে নর
যাহা ভবে এবে! তথা বিহরিছে কত
মধুস্বরী বিহঙ্গিনী, মনোসুখে গেয়ে
বিভুগুণ। স্বপ্ন ভবে, হেরিয়া এতেক,

সুধাইলা ঋতুরাজে,—" হে উদ্যানপাল !
কহ মোরে, মহীপতি কেমনে পাইলা,
মহীতলে, অমরের তুল্য ধন, বন
উপবন হেন ? তুমি কোন জন বা হে,
মর্ত্ত্যে হেন বেশে ?" তিতি আখিনীরে ক্ষীতি
কহিলা বিষাদে মধু, মধুরসম্ভাষী,—
"আইস আমার সনে নিকুঞ্জ মাঝারে,
বিরাজেন যথা দেবী পদ্মাসনা, সহ
সখিগণ, বীণা করে, কমলআসনে।
দহিছে হৃদয় মম শোকে, সুবদনি !
কহিব কেমনে ; দেবী কহি দিবে তোমা।"
চলিলা বসন্ত অগ্রে, পথ দেখাইয়া ;
পশ্চাতে চলিলা দেবী বিশ্ববিমোহিনী,
যথা যবে মহামায়া, মহাকালজায়া
বাহিরিলা, মোহিনীর বেশে, শিবধ্যান
ভাঙ্গিবারে,—আগে আগে চলিলা মদন।
যাইতে যাইতে দেবী সুধিলা মধুরে
" ওই যে পাখিটী, ইন্দ্রচাপছটা যার
শোভে পুচ্ছোপরে, পক্ষে, শিরোদেশে, আলো
করি কুঞ্জ, বিভুগুণ গাইছে সুতানে
কভু ; ভাসাইছে কভু দেহ নেত্রাসারে,
না জানি কি খেদে ; দেখি না উহারে কেন
আর কোথাকারে, স্বর্গে কিম্বা রসাতলে ?
কেমনে আইল হেথা ? ধরে কিবা নাম,

কহ মোরে ?" আরম্ভিলা ঋতুকুলপতি,—
" শুন, বরাননে ! তবে, শুন মনঃ দিয়া ;
একান্ত বাসনা থাকে শুনিবারে যদি।
নহে জাতিস্মর, ধনি, এই বিহঙ্গম,
যা ভাবিছ তুমি মনে। নন্দন কাননে
ছিল এই পক্ষিরাজ ; সখা ধর্ম্মরাজে
দিলা উপহার দেব অমরের পতি ;
স্বর্গপক্ষী নামে খ্যাত, অমরভুবনে।
পারিজাত নামে ফুল, সৌরভে যাহার
আমোদিত দশ দিশ, ব্রততী ভূষিত,—
দেবরাজ দত্ত সেও, কুসুমকাননে।"

এরূপ প্রসঙ্গে নানা উত্তরিলা দোঁহে,
হেমলতা মঞ্জু কুঞ্জে, বিরস বদনে
কিন্তু ধর্ম্মতাপ হেতু। আহা মরি ! কিবা
শোভা ধরে সে নিকুঞ্জবর ! এক দিকে।
পারিজাত বকুলের সহ, পাতিয়াছে
পুষ্পশয্যা দূর্ব্বাদলোপরে ; মধুঘোষ
কুহরিছে মধুচূতশাখাপরে বসি।
সন্মুখে চম্পক, পুষ্পরাজ, বিছাইছে
তলা যেন হেমতাল ঢালি। বিকসিতা
কমলিনী, মধুমাখা, সুনীল বরণী,
প্রস্তরবিবরজাত মৃণালের দলে।
বিরাজেন তদুপরে দেবী শ্বেতভুজা,
বীণা করে, ধর্ম্মগুণে এ লতামণ্ডপে

বাঁধা সদা ; সেবে কত অপ্সরী কিন্নরী
চরণ তাঁহার, দিবা রাতি। মনে মনে
লাগিলা কহিতে স্বপ্ন এসব দেখিয়া,—
"দেবী হয়ে না হেরিনু কভু হেন শোভা !
সার্থক জীবন মম ; সার্থক জনম ;
ত্রিলোক দুর্লভ বস্তু যুড়াল নয়ন
আজি, এই ধরাতলে, এতেক কহিয়া
উত্তরিলা পদ্মালয়ে দেবী, বীণাপাণি
যথা। নমি দেবী পদাম্বুজে, ধীরে ধীরে
কহিলা প্রমদা করপুটে,—" সুধে তোমা
দয়াময়ি, দাসী তব, কহ গো জননি !
এ হেন উদ্যান ধর্ম্ম পাইলা কেমনে ?
কেন বা বসন্ত বাঁধা অবনীনিগড়ে ?

স্বর্গপক্ষী ছিল তথা দেবী পাশে বসি,
স্বপ্নস্তব অবসানে কহিলা তাঁহারে,
বীণার ইঙ্গিতে,—" শুন তবে বিধুমুখি !
সরলাবিবাহকালে, এ রম্য উদ্যান,—
রচিল যাহার ভাব বিশাই সুমতি,—
বিধাতা যৌতুক দিলা ঋতুরাজসহ,
ধর্ম্মরাজে। চলিলাম এবে মোরা ; বিধি
কাজ্ সাধ, সুবদনি ! হবে দেখা পুনঃ
সুরলোকে।" এত বলি গেলা পক্ষিরাজ
চলি, সুরপ্রিয়বনে। ভারতী হইলা
তিরোহিত, মরি আজি, আঁধারি নিকুঞ্জ !

কাঁদিতে লাগিল তরু লতা আদি সবে।
কাঁদি কত ক্ষণ তবে দেবী বিশ্বরমা,
উরিলা নৃপতি হর্ম্মে। জ্বলিছে দেউটী
প্রতি ঘরে ; অচেতন নিদ্রার প্রভাবে
কিন্তু সবে, মেঘনাদ নাগপাশে যথা
রঘুকুলমণি, সহ বানর কটক ;
কিম্বা কুরুদল যথা উত্তর গোগৃহে,
পার্থসম্মোহন বাণে। নীরব সে বীণা
আজি, দয়া দেবী করে, যার মধুরবে,
কাঁদিত পাষাণ সদা, পরদুঃখে দুঃখী ;
অচেতনা ক্ষমা। নাহি ধর্ম্মপুরে এবে
আর ধর্ম্মজ্যোতি। পাপহর্য্যক্ষ দুর্জ্জয়,
পশি নাশিতেছে সব ? জাগে অনুক্ষণ
সেই মাত্র, স্থিরব্রত, তপাসি উপায়,
কুরুকুলপতি পাশে দ্রোণাত্মজ যথা।
প্রবেশিয়া এবে দেবী মহিষীমন্দিরে,
নয়নগঞ্জিনী প্রভা হেরিলা পর্য্যঙ্কে,—
কনক কমল জিনি কনক বরণ,
স্বীয় সহচরী কোলে। চিত্র পুত্তলিকা
যেন দাঁড়াইলা স্বপ্ন, নিস্পন্দ নয়নে।
বুঝি নিদ্রা অভিপ্রায়, লাগিলা কহিতে,
মৃদুস্বরে,—" দেখ সখি ! ফিরি যথা তথা
মোরা, বিধাতার বরে, রসাতল, স্বর্গ,
মর্ত্ত্য ; হেন রূপ কিন্তু কভু নাহি হেরি,

ত্রিজগতে। রম্ভা, শচী, উর্ব্বশী, মেনকা,
তিলোত্তমা, নহে কেহ উপমা ইহাঁর,
অণুমাত্র ; রতি,—মোহে যাহার নিগড়ে
সুরাসুর, নাগ, নর,—কন্দর্পমোহিনী,
সভয়ে চরণ সেবে, অবিরত, গর্ব্ব
খর্ব্ব মানি, লভিবারে, চতুর্ব্বর্গফল।
তপনতনয়া ধনী তপতী সুন্দরী,
সম্বরণ যার রূপ হেরি মনোহর,
নারি সম্বরিতে দুষ্ট শম্বরারিশর,
হইলা অধীর ; হিয়া কাঁপিল সঘনে
দুরু দুরু, কাঁপে যথা বসুন্ধরা সতী,
শেষ বিষধর যবে বদলে মস্তক ;
নয়নকমলে যেবা সৃজিল কমল,
কনক বরণ, কাঁদি কাঁদি,—মন্দাকিনী
সতী যাহা ধরি হৃদিপরে, সযতনে,
ভুলাতেন অসম্ভবে অসম্ভবা রূপে—
বাঁধিবারে সুরপতি, শমন, পবনে,
অশ্বিনীকুমারযুগ, প্রনয়ের পাশে ;
সে বিধুবদন হেরি, কার না পশেলো
হৃদে মন্মথের শর, জর জরি তনু ?
কে না চাহে পিইবারে সুধা, পায় যদি ?
সে সুধা হইতে সুধা এ সুধারূপিণী :
সুধামুখ ; কুচযুগ সুধারআধার।"

" মর্ত্ত্যবালা রূপ, সখি ! আর কি বলিব ;
সবে নামমাত্র ধর্ম্মদরপণে ; সতী
পতিব্রতা তিনলোকে ক'টা ? ধন্য সেই
রাজবালা, জীয়াইল মৃতপতি যেবা,
গহনকাননে, হেন পাষাণহৃদয়
শমনেরে তুষি, পতিকুল, পিতৃকুল
উদ্ধারিণী : দময়ন্তী, নিষদবনিতা,
ইচ্ছিল যাহারে ইন্দ্র, অলকারপতি,
কথঞ্চিৎ লাগে মম মনে ; শতগুণে
হীনা কিন্তু ধর্ম্মরাজ্ঞী কাছে ; নাহি গণি
মন্দোদরী, যাজ্ঞসেনী, ইহাঁর তুলনা। "
"এ হেন সৌন্দর্য্যাবলি না পারে সৃজিতে
দেবশিল্পী। পিতামহ বসিয়া বিরলে,
মন্ত্রবলে ক্ষণপ্রভা স্থিরিয়া, গঠিলা
এ ললনা ; অরপিলা ধর্ম্মের কিরণ,
নেত্রে ; শরদিন্দু জিনি বদনকমলে ;
পয়োধরে স্থাপিলেন সূর্য্য, পাপনাশ
হেতু, যথা বজ্রধারী ঐরাবতোপরি
অসুরঘাতক। ডাকি সুধাংশুনিধিরে
তবে, সমর্পিলা ধাতা সে বালারতন।
'লহ এই কন্যা তব. কহিলা বিধাতা,
নম্রতা অপসরাকুলে জনম ইহার ;
ধর্ম্মহেতু বিধিমতে পাল সযতনে,
ঔরস দুহিতা ভাবে। ' এই সেই বালা,

সখি! ধর্ম্মরাজরাণী, অনন্তযৌবনা,
কাঁপিত দুর্দান্ত কলি যাঁর ডরে সদা।"
"ওই দেখ দ্বারে দ্বারী দেব হুতাশন,
ভীষণ মূরতিধর, বলিদ্বারে যথা
চক্রপাণি,—কার শক্তি পশে এই পুরে—
কালান্তক যমপ্রায় খেদাইছে পাপে—
হেন কলি পলাইছে দূরে; না বিবাদে
ধার্ম্মিক সুজন সহ কিন্তু কোন কালে।
ত্রিকালজ্ঞা, সখি তুমি, ইহাঁর প্রতাপ
জান ভাল, যবে মাদ্রীসুত, সহদেব,
কনিষ্ঠ পাণ্ডব, যুঝি কত দিন, তাঁর
সনে, মাহিস্মতীপুরে, পড়িলা শঙ্কটে;
নারিলা রাখিতে সেনা; কিন্তু ধর্ম্মাদেশ
কহিলা সে বীর যবে, তুষিলা তাহারে
নানাবিধ রত্নদানে, রাজসূয় হেতু।
ত্রেতাযুগে যবে ঘোর বাধিল সংগ্রাম
রঘুবর লঙ্কেশ্বরে, রাবণিসহায়
দেব ছিলা লঙ্কাপুরে, বিধির বিধানে;
অবতীর্ণ দীননাথ ভূভার হরিতে,
চারি অংশে, দশরথগৃহে, রক্ষঃকুল
নাশি, জানি চিতে, স্মরি পিতামহ কথা,
শূন্য করি নিকুম্ভিলা পশিলা সিন্ধুতে।
এই সেই মূর্ত্তি, সখি, দেখ লো দুয়ারে।"
নীরব হইলা নিদ্রা; নীরব সে পুরী;

সজলনয়না স্বপ্ন লাগিলা কহিতে,—
" না জানি না শুনি, সখি, লইনু এ ভার !
কে জানে এমন্ হবে ? কেমনে কহিব
এ দারুণ কথা আমি ? মারীচের দশা
আজি ঘটিল সে মোরে ; কিন্তু তাহে ভীতা
নহি, অমরা যে মোরা। অবলা বেদন
কত, জানে যে অবলা ; পুরুষ কঠিন,
পাষাণ যেমতি, কভু পারে কি বুঝিতে ?
বিপরীতে বিপরীত ঘটিয়াছে আজি !
কাঁদিছে পাষাণ এবে ; কাঁদিছে নিদয়ে ;
কাঁদিছে অমর, মর, গোলোকে, ভূলোকে,
বনবিহারিণী ধনী কুরঙ্গী চঞ্চলা,
অচঞ্চলা, তরুমূলে, ভাসাইচে ক্ষিতি।
নিবারি কেমনে দুঃখ, কহ, লো সজনি !
মন মানে না বারণ ; অবলার প্রাণে
সহে কি এতেক কভু ? জগত আঁধার,
দেখ, এ সুধাংশু বিনা।—কি করিনু আমি
মহাপাতকিনী ; দিনু উপমা তাঁহার
সুধাংশুর সনে, যিনি সুধাময় দিবা
নিশি, কোটি বিধু নহে যাঁহার তুলনা !—
কোন্ লোকে আছে হেন রূপ ? সৃজিলা কি
বিধি তবে এ কমলে, দহিতে অনলে ? "
না পারি কহিতে আর, কাঁদিলা স্বপন,
কণ্ঠরোধ জনমিল ; পড়িলা ভূতলে

ছায়ারূপা। কতক্ষণে পাইয়া চেতন
কাঁদিলা দুজনে, গলা ধরাধরি করি।
হেনকালে অকস্মাৎ হৈল দৈববাণি,
" সাধ বিধিকাজ, স্বপ্ন, কি হবে কাঁদিলে।"
চমকি উঠিলা দোঁহে স্বর্গীয় আরবে ;
রাকাপতি বরষিছে সুধা ; তাঁরে ঘেরি
বসিয়াছে তারাদল, মহেন্দ্র ঘেরিয়া
যেন দেবলোকপাল। এসবার মাঝে
হেরিলা অপূর্ব্ব ছায়া,—বিধির লিখন।
সম্বরি ক্রন্দন তবে মানসমোহিনী,
হংসবাহনের মূর্ত্তি সৃজিলা তথায়।
অবিকল চারিমুখ ; লোহিত বসন ;
ধক ধক ধকিতেছে প্রভা চারিদিকে।
কে জানে এমন মায়া ত্রিজগতে আর ?
মায়ার কি হেন মায়া ? নমি পদযুগে
তাঁর, করযোড়ে দেবী কহিলা তাঁহারে
বিধি আজ্ঞা। মায়াবিধি পশিলা হৃদয়ে
সরলার,—নিরমিত কনকের দলে ;
শতদল বিদরিল তাহে ; শিহরিলা
ধর্ম্মজায়া। খেলি নানা খেলা কতক্ষণ,
ভীষণ দর্শন, মায়া রচিলা কন্দর,
বন, উপবন নানা, ধর্ম্মানন্দবনে ;
যোগীন্দ্রের যোগাসন বটবৃক্ষমূলে ;
গাইছে মধুর পিক ; বহিছে পবন

মন্দ মন্দ ; কল কলে চলে প্রবাহিণী ;
ফুটিছে কুসুম ; ক্রমে আইল গোধূলি ;
গোধূলি পাইয়া কলি দিল দরশন,
করে অসি চর্ম্ম ধরি ; বদন বিকট ;
বিকট ভূষণ ; আঁখি সে বিকটতম ;
ক্ষরে তাহে হলাহল, জনমে অনল,
বিশ্ব যাহে ছারে খারে ; কাঁপুয়ে মেদিনী
পদভরে, পদযুগ হেন ; করযুগ
বিষের আধার। হেন ভীমবেশে কলি
পশিলা নিকুঞ্জে, যথা ধর্ম্মকুলপতি
যোগাসনে, নিরালয়ে, মুদিয়া নয়ন।

ধকিতেছে কলানিধি সুললিত ভালে।
আলো করিয়াছে বন তাঁর সে বিভায়।
দ্বিগুণ জ্বলিলা বিধু কলিআগমনে,
নাশিতে তাহারে, যথা নাশিলা মন্মথে,
পাঠাইলা সুরপতি তাঁহারে যখন,
জাগাইতে ভোলানাথে, ফুলবাণ হানি।
মলিন হইলা শশী কলির পরশে।
গরজিল ঘনবর ; হানিলা অশনি
দেবরাজ ; মিছা হলো সব বিধিপাকে।
প্রভঞ্জন মহাবল ব্যথিত হৃদয় ;
পলাইলা তারকারি, ময়ূরবাহনে ;
অলকারনাথ চলি গেলা স্বীয় বাসে,
ভয়াকুলচিত ; শেষে আইলা শমন ;—

দণ্ডধর দণ্ডবর ব্যর্থ হলো আজি—
পলাইলা উভরড়ে সঞ্জীবনীপুরে।
　উঠিল গগণে পরে হাহাকারধ্বনি।
মায়াবিধি ধর্ম্মশব আনিয়া যতনে,
মায়া পাতি, সরলার পাশে দিলা রাখি।
গুমরি গুমরি সতী উঠিলা কাঁদিয়া—
কার না পরাণ কাঁদে হেন স্বপ্ন হেরি?
বিশেষে অবলা বালা পতিপরায়ণা;
পতিধনে ধনী ধনী; পতি সে পরাণ;
কিবা সুখ তার ভবে, সে ধনে বঞ্চিতা!
　মোহি পুনঃ মায়াছলে মহিষীমানস
কহিলা মধুর ভাষে মায়া,—'এস বৎসে!
মোক্ষধামে, যথা পতি তব, ধরা ছাড়ি।
মর্ত্যধামে কিবা ভোগ লভিবে অপার!'
　এত কহি মায়াবিধি করিলা পয়ান;
স্বপন নিদ্রার সাথে চলিলা অমনি;
সতীক্রোধ হেতু সবে ভয়াকুলচিত।
চমকে পথিক যথা নিরখি ফণিনী
পথ মাঝে ফণা ধরি, উঠিলা চমকি
সুধাকরসুধারাশি বিরসবদনা:
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস লাগিল বহিতে,
প্রলয়ের ঝড়ে যথা উথলে জলধি;
বাহিরিল মুকুতার পাঁতি সারি সারি,
নয়ন কমল হতে, বুঝি বা বিধাতা

বঞ্চি রত্নাকরে, হেন রতন সুন্দর,
থুইলা যুগলপদ্মে যতনে লুকায়ে।
গজমতি সনে পাঁতি কি শোভা ধরিল!
ক্রমে হাহাকার রব উঠিল চৌদিকে।
কাঁদিয়া আকুল দয়া, ক্ষমা সুবদনী,
আইলা মহিষীপাশে, চঞ্চল চরণে।
নাহি সে বসন আর! নাহি সে ভূষণ;
আলু থালু কেশপাশ, মরি পাগলিনী।
তথাপি দোঁহার রূপে আলো দশদিক।
কোটী ইন্দু পরকাশি বদন কমল;
মৃগমদ জিনি আঁখি, সুধার সাগর;
তার মাঝে শরাসন, স্মরশরাসন;
সাগরে সাগরে পাছে বাধয়ে বিবাদ
সেই ভয়ে পদ্মাসন, শরাসনমূলে
রাখিলা মৈনাকশিরঃ তিলফুলাকৃতি;
অধর সুন্দর, কিবা মনোহর, সুধা
ক্ষরে রাশি রাশি, জিনি বিম্ব কোকনদ
আর যত আছে তুলা তিন মহালোকে;
ভুজযুগ ভুজঙ্গিণী হেরি, লাজভয়ে
পশিল পাতালে, হেরি কুচযুগ বুঝি
কমলের কলি নীরে ডুবিল শরমে,
কদম্ব আকাশ পথে রহিল লুকায়ে,
পত্রাবৃত, ঘনাবৃত সৌদামিনী যথা;
দেখি ক্ষীণ মাজা হরি মলিন বদন,

প্রবেশে বিপিনে, মরি, মরম ব্যথায়;
করসুধাকরে পায় লাজ কোকনদ;
জঘন সুন্দর হেরি মদনমোহিনী,
দিব্য বিহারের ধাম, আইলা হরিষে
চির আশা পুরাইতে; গুটায় স্বকর
করী উরুযুগ ভয়ে, ঘোমটায় ঢাকে
বদন সুন্দর ধনী কদলীরমণী;
নিতম্ব যুগল হেরি কাঁদে বসুন্ধরা,
কাঁপয়ে সঘনে কভু, না জানি কি দুঃখে;
ঘনবর পায় লাজ হেরি কেশ পাশ,
পাশী জলধির তলে বিরসবদন।
কনক চম্পক জিনি দোঁহাকার রূপ,
অপরূপ মহীতলে, ত্রিলোকবাসনা।

কাঁদি কতক্ষণ তবে দয়া বিধুমুখী,
কহিলা সখীরে,—"শুন, ওলো সহচরি!
না পারি বুঝিতে, কেন আজি ধর্ম্মরাজ
ত্যজিলা জীবন? আমা সবা কি হইবে
গতি? পালিবে কে বিশ্ব আর? দীনহীনে
কে করিবে দয়া? বাঁচে কেমনে অনাথ
তাঁহার বিহনে? পতিহীনা দুরগতি
কে দূরিবে আর, আঁখিনীর পুঁছাইয়া?
পাপী তাপী সবাকার হৃদয় রঞ্জন,
কে আর করিবে? ধরা ধরিবে পরাণ

কেমনে বিষাদে ! সদা ধর্ম্মপ্রিয়া ধনী,
কে না জানে ভবে ? হায়! সখি, মো সবার
কি হবে উপায়, দেখ লো, ভাবিয়ে মনে !
বৃথা এ জীবন হলো, বৃথা এ যৌবন !
এই কি ছিল, রে সখি ! বিধাতার মনে ! ”

“ শুকালে কমল অলি না পায় তথায়,
মধু আশে। বিকসিতা কমলিনী হেরি
কি মধুপ ত্যজে তারে ? কেন প্রাণনাথ
তবে ত্যজিলা এ লোক, আমা সবা ছাড়ি ?
বিদরে, সজনি ! হৃদি, বলিব কি আর !
তবু না বিদরে প্রাণ। হেন পোড়া প্রাণ
কেন সৃজিলা বা বিধি ! কিম্বা দোষ দিব
তাঁর ; সব আমাদের কপালের দোষ।
যে কলি ডরিত তাঁরে সদা দিবা নিশি ;
ব্যথিত হৃদয় যেই ছিল বলিপুরে ;
কি সাহসে সেই আজি পশিল কাননে !
কার বলে বলী দুষ্ট জিনিল দেবেন্দ্রে ;
জিনিল অলকানাথে, ময়ূরবাহনে ;
জিনিল তপনসুতে ; জিনে সে পবন !
বিধাতার বিধি বিনা হইবে কেমনে ! ”

“ কি বলি বুঝাবে, সখি ! কহ, মহিষীরে !—
বাঁচে কি সতীর প্রাণ, প্রাণপতি বিনা ?
পতিপ্রাণা ধনী সদা, পতিপরায়ণা।
অচেতনা দেবী এবে হেমময় খাটে ;

পাইবে চেতন যবে, ঘটিবে বিষম।
কার সাধ্য ত্রিজগতে সান্ত্বাইবে তাঁরে?"
"এত যে পুজিলা সতী সতীর চরণ,
আশুতোষে সযতনে; এই বর দিলা
কি মহেশ এতদিনে?—অবিধবা সতী
হইল বিধবা আজি! বিধাতামানসে
ফুটেছিল এ কুসুম। কেমনে নিদয়
বিধি, যতনের ধন, ছিঁড়িলা আপনি?
কি কাজ করিল শশী ধর্ম্মভালে থাকি?
বুঝিয়াছি, কালবশে, ঘটিল সকলি!"
এমতে বিলাপি দয়া ক্ষমারে চাহিয়া,
হইলা নীরব, আর না পারি কহিতে।
ভাসিল কমল আঁখি, প্লাবনে যেমতি
সিন্ধুকূল; ক্রমে বারি বহিল অধরে,
কোকনদোপরে যেন শোভিল মুকুতা।
ক্ষমা শশিমুখী আর না পারি রহিতে,
সখীরে আকুলা হেরি হইলা অধীরা;
ভাসিল দুকূল ক্রমে, ভাসিল ভুষণ।
এ দিকে সরলা সতী নাথের বিয়োগে,
গুমরি গুমরি কত কাঁদিলা নীরবে।
—পতিহীনা সতীদুঃখ কে পারে বলিতে?
সতী জানে তা আপনি, আপনার মনে—
ক্ষণেকে চেতন পায়; ক্ষণে অচেতন;
ক্ষণে বসে উঠি ধনী; ক্ষণে গড়াগড়ি;

মেলিয়া নয়ন কভু দেখয়ে আঁধার ;—
আঁধার চৌদিক আজি প্রাণকান্ত বিনা।
কাঁপিতেছে পয়োধর ; কাঁপিছে অধর ;
কাঁপিছে সঘনে কর ; কাঁপে পদযুগ।
বসন ভূষণ সনে মাতিয়াছে রণে।
কাঁপিতে কাঁপিতে ধনী উঠিলা বসিয়া।
বাজিল কঙ্কণ, হার, বলয়, নূপুর,
মেখলা সে কটীদেশে, সুমধুর রোলে,—
কি ছার বীণার তান লাগে তার কাছে !
যোগাসনে যোগীবর অচল অটল,
মেলে আঁখি চমকিয়া সে মধুর রবে।
নাচে রে পাষাণকুল সহাস্য বদনে,
গলি প্রেমরসে, যথা সরসে নলিনী,
উদয়অচলে যবে উদে বিভাবসু।
পারে কি চকোর প্রাণ থাকিতে নীরবে
চকোরীর মধুরবে ? বিধির বিধানে
আজি সব তমোময় ! কোথা সে চকোর
হায় ! কোথা বা চকোরী ?—দুজনে দুলোকে,
মরি, সহে কি যাতনা ! বিশেষে অবলা,
একাকিনী বিরহিণী বাঁচে কি পরাণে ?
স্ফুরিতে চাহে যে সতী, না পারে স্ফুরিতে।
অবশ হয়েছে তনু ; না সরে বচন ;
অবিরল ঝরিতেছে ঝারা দুনয়নে,
যথা কুবলয়দল হইতে নীহার।

দয়া, ক্ষমা বুঝাইছে কত, পদে ধরি;
করিছে ব্যজন কভু; কভু পুঁছাইছে
আঁখিনীর, সযতনে; দিতেছে বদনে,
কমলের দলে করি বিন্দু বিন্দু বারি।
না মানে বারণ সতী তথাপি কদাপি।
হলাহল প্রতীকার মাত্র হলাহল,
অথবা অমৃত,—কহে প্রবীণ সুজনে।
কই সেই হলাহল, কই বা অমৃত?
অমৃত করেছে চুরি বৈনতেয় কলি,
লাজ দিয়ে দেবরাজে, যতেক অমরে।
হলাহল ত্রিপুরারি করেন ভূষণ,
সুনীল বরণ কণ্ঠে,—মহার্ঘ্য সে আজি
সে কারণে—অচেতনা সতী দয়াকোলে।

নীরব দেবীরে হেরি কহিলা ক্ষমারে
দয়া, সকাতর ভাষে,—“কি হলো, কি হলো,
সখি! আজি আমাদের, ফুরাইল আশা!
কোথা যাব, কি করিব বল, লো সজনি!
স্বর্ণলতা, দেখ আজি ধূলায় পড়িয়ে;
কোথা সে রসালরাজ?—যার সমাগমে
ফলে রে সুফল, মধু ক্ষরে যাহে সদা!
হায় রে দারুণ বিধি, কি বাদ সাধিলি!
হেন প্রেমে কেন দাগা দিলি রে অকালে?
বাঁচে কি কপোতী কভু কপোত বিহনে?”

এত বলি দয়া দেবী বসি হেঁটমাথে,

হানিলা কঙ্কণ শিরে, হায়! শোকানলে।
বিদরিল শিরঃ ঘাতে; বহিল রুধির;
পূরিল নয়ন নীরে; ঝরবিল ধারা;
বাহিরিল প্রভঞ্জন শুকচঞ্চু হতে,
প্রলয়ে যেমতি, যবে মহাকাল দেন
বিধি, জটাজূট নাড়ি, নাশিতে ভুবন।
এতেক দেখিয়া ক্ষমা কহিলা দয়ারে,—
"কি কর কি কর, সখি, পুড়িবে ভুবন!
কার সাধ্য রোধে তোমা? বজ্রাগ্নি সদৃশ
অগ্নি, তব দীর্ঘশ্বাসে, ঘেরিছে অম্বর।
দেহ ক্ষমা, নহে মজে আজি ত্রিভুবন।
কি করিল জীবকুল, কহ, প্রিয়সখি?
তারাও দহিছে তাপে, যে তাপে আমরা
পুড়িতেছি নিরন্তর ধর্ম্মের বিরহে।
দেখ লো নীরব আজি পশুপক্ষী সবে,
গোকুল যেমতি, বিনা রাধাবিনোদন!
রাখ বিশ্ব আজি, সখি, রাখ জীবকুল।
ঘটিবে সকলি কালে বিধির বিধানে।"
নীরব হইলা ক্ষমা, নিবর্ত্তিলা দয়া।
অগ্নিরাশি ক্রমে আসি, পশিল জলধি।
সহসা উঠিলা কাঁদি সরলা রূপসী;—
কার না হৃদয় ফাটে সে ক্রন্দন শুনি?
হুতাশন কাঁদিলা সে সনে, হেঁটমাথে;
কাঁদিলা অমর নর, গোলোকে ভূলোকে।

সম্বরি ক্রন্দন তবে কত ক্ষণ পরে,
কহিলা ধর্ম্মের জায়া সুমধুর ভাষে,—
" এ বেশ ভূষণ আর কার তরে তবে
ধরি এ কলুষ দেহে, কহ লো সজনি?
কার তরে এ পরাণ, এ ছার পরাণ?
রব না এ লোকে আর; চলো ত্বরা করি
সখি! যাই সে বিপিনে, প্রাণনাথ যথা
ধূলায় ধূসর তনু, বিগতজীবন।
ছিল যে বাসনা মনে, পূজি পদযুগ,
লভিব সুফল,—মুক্তি, হইল বিফল
মম কপালের গুণে। কোথা সে বাসনা,
আজি, কোথা প্রাণনাথ? বিধি ডাকিছেন
মোরে, চল লো সজনি! চল ত্বরা করি
সে বিপিনে ত্যজিগে এ প্রাণ, প্রাণপাশে। "
এত বলি বায়ুভরে উঠিলা নলিনী,
মুদিত নয়ন, মরি, প্রভাকর বিনা।
দয়া ক্ষমা চলে সাথে; পিছে হুতাশন,
কাঁদিতে কাঁদিতে।—ফাটে পাষাণের হিয়া,
কিবা সে অমর!—পুরিমাঝে যে যেখানে
ছিল মনোদুঃখে, ধায় সবে পাছে,
যথা ব্রজবাসী, মরি, প্রভাসের কূলে
হেরিতে গোপাল—ব্রজরাজের জীবন!
শূন্য হলো পুরী আজি; কাঁদিলা মেদিনী;
কাঁদিল গগণে তারা; কাঁদিলা সুধাংশু;

হাহাকার চারিদিকে উঠিল সঘনে।
  হেথা উতরিলা দেবী কলুষনাশিনী
ধর্ম্মানন্দ বনে। ঝর ঝরে ঝরিতেছে
বারি দুনয়নে; খসি পড়েছে কবরী।
চম্পক গোলাপ ছিল যে শিরঃ ভূষণ,
লোটাইছে পদতলে তারা সুধাআশে।
তথাপি রূপের ছটা, কে পারে বলিতে?
হারে শেষ; মূঢ় আমি বর্ণিব কেমনে?
ঝলসে নয়ন মম, ভাবি সে বরণ;
চমকে বিজলী চারু কান্তি হেরিবারে,
কিন্তু হেরি, অধোমুখী লুকায় মেঘেতে,
ভয়াকুলা। চারিদিকে প্রভা; প্রভাময়ী
আলোকে পূরেছে বন উপবন নানা;
নিশিতে দিবস আসি হয়েছে কাননে!
বহিছে কিরণধারা বিধুমুখে, যথা
বরিষার ধারা ঘোর মেঘমালা হতে;
আঁখি কমলেতে বাসে সতত তপন,
বুঝি বা নলিনী আর না পারে তুষিতে
তাঁরে, প্রেম-সুধা দানে; ভাবিছে হৃদয়ে,
সুধাধর পয়োধর যথা ধরাধর
শিরঃ, হেমকান্তি দূরে, ধাঁধয়ে নয়ন,
দিবাকরকর যবে সোহাগে তাহারে;
করকমলেতে প্রভা; প্রভা পদযুগে;
প্রভা সে মেখলাদেশে; প্রভা নখরাজে।

সহচরীদ্বয় সাথে বিজলীবরণী।
এরূপ হেরিয়া কলি পলাইল দূরে,
কানন হইতে, এবে সভয় অন্তর।
পুরিল সৌরভে বন, দেবী আগমনে;
কিন্তু শোকাকুলা সবে, ধর্ম্মদেহপাশে;
অচেতন সচেতন, সবে অচেতন।
না করে মধুরধ্বনি আর মধুঘোষ;
নাহি গায় শুকসারী; নীরব ময়ূরী;
মুদিত কমল আজি কানন সরসে;
মুদিত কুমুদী, কান্তে হেরিয়া মলিন;
কলহংস আর নাহি করে কলধ্বনি;
সুবর্ণ ব্রততী এবে ধুলায় ধূসর,
রসাল মলিনমুখ না আদরে তারে;
বিষাদে তাপস বসি পর্ণগেহমাঝে,
মুদিত নয়ন দুটী, ঝরিতেছে ধারা;
গরজিছে বিষাকর, ফণাধর ফণী,
গিরিমাঝে; নম্রশির কিন্তু গিরিরাজ।
এতেক হেরিয়া সতী কাননের দশা,
উতরিলা লতামাঝে, ধর্ম্মদেহপাশে,
কাঁদিতে কাঁদিতে, হায়! চঞ্চল চরণে।
প্রভাময় কলেবর আজি প্রভাহীন,
হেরিলা ভূতলে, মরি, গতজীব এবে।
ললাটভূষণ শশী গেছে অস্তাচলে;
সুধাধর যে অধর আছিল সতত,

ঝরিছে গরলবারি তাহতে সঘনে;
বিশাল উরস হতে বহিছে রুধির,
স্রোতস্বতী স্রোত যথা বরিষার কালে;
বিষময় খরসান ভীম তরবারি,
পড়ি পাশে, রাবণের ভীম শেল যথা
লক্ষ্মণের পাশে; দুটী নয়ন মুদিত।
প্রাণবায়ু গেছে উড়ি সে তনু ছাড়িয়া!
কাঁদিতে লাগিলা সতী; কাঁদে দয়া ক্ষমা,
আর্ত্তনাদে, আর্ত্তনাদ ধ্বনি উপজিল;
গিরি বন কাঁদিল সে রবে, রবাহূত।
আরম্ভিলা বিনাইয়া রামা মৃদুভাষে;
কি ভাষে মধুর মধু, সে ভাষার কাছে!
বীণাধ্বনি সুমধুর কিবা! সুমধুর
জিনি সুমধুর; স্বর্গ, মর্ত্ত্য রসাতলে,
নাহিক তুলনা তার:—" শুন গিরিরাজ;
শুন দেবি মন্দাকিনি; হে অনন্ত শুন;
শুন লো বসুধে সখি! শুন শচীপতি,
শুন হে পবিত্রকারী, দেব হুতাশন!
সবে শুন, যে যেখানে থাক; মনকথা
কই সবে, শুন, আজি আমি, মনোদুঃখে।"
"যাব নাথদরশনে, যেথানে পাইব;
দেহ অনুমতি সবে; এই ভিক্ষা মাগি!
তোমাদের মিত্রভাব, জানি আমি ভাল!
কি করিব, পিতা বাম এ দাসীর প্রতি!

রাখ এ বসন মম; রাখ এ ভূষণ;
প্রেমের গাঁথন লহ এই গজমতি;
লহ এই কণ্ঠমালা; এ মেখলা লহ;
লহ শিঁথি শিরোমণি, কুলবালামণি;
লহ লজ্জা,—অবলার সে বরভূষণ;
লহ ভয়,—কুলশীল ভয়,—পতিব্রতা
তরে যাহে ইহ পরলোকে, পতিপদ
সেবি মহাস্থখে; রাখ সব তোমাদের
পাশে, রাখ সযতনে; দিও তারে যেবা
চায়, কিন্তু পরীক্ষিয়া, এ মম মিনতি।"
মলিন বদনে সতী চাহিলা চৌদিকে।
হেরিলা মলিন সবে;—মলিন বিষাদে,
যথা মুকুলিত শাখা বিরহে মলিন,
দুরন্ত পবন যবে ছিঁড়ি তারে বলে,
ফেলায় ভূতলে দূরে, না জানি কি বাদে।
মুদিল কমলদ্বয় সহসা অমনি;
শুকাইল চন্দ্রানন; পড়িলা ভূতলে।
"হা নাথ!" বলিয়া মাতা ত্যজিলা শরীর।
পরশি গগণ প্রভা গেল চন্দ্রলোকে,
কিরণ-সোপান ধরি: থুইলা সে তেজ
বিধু যথা ধর্ম্মরাজ, শ্বেতদ্বীপদ্বারে।
কাঁদি দয়া ক্ষমা তবে, কতক্ষণ পরে,
ত্যজিলা শরীর গিয়া সরসীর মাঝে।
হাহাকার উপজিল কাননমাঝারে,

ফিরিল চেতন যেবা স্বীয় স্বীয় বাসে;
অচেতন অচেতন রহিল কাননে।

ইতি শ্রীকাদম্বরী কাব্যে দ্বাপর ও সরলা
বিয়োগ নামক প্রথম সর্গ।

কাদম্বরী কাব্য

দ্বিতীয় সর্গ।



পোহাইল বিভাবরী ; ডুবিল সাগরে
বিধু, বিষাদিত মনে ; মুদিল নয়ন
তারকা নিচয় ; তমঃ পলাইলা দূরে,
সভয় অন্তর, গিরিগুহাঘোরবাসে ;
বিকশিতা কমলিনী মানস সলিলে,
প্রাণনাথে যোগাইতে নব মধু ; কিন্তু
ঝরিছে নীহার, মরি, সে নয়ন হতে,
ধর্ম্মরাজতাপে ; মন্দ মন্দ বহে বায়,
নিরমল, আয়ুষ্কর, সৌরভবিহীন
এবে, নিক্ষেপিছে ভূষা কুসুম-অধিপ
স্বীয় পদতলে ; রাজপ্রিয় প্রজাকুল
মলিন বদন সবে ; নব দূর্ব্বাদল
ভাসিছে নীহার স্রোতে, প্লাবি বসুন্ধরা,
ভানুপ্রিয়া কমলিনী যথা ভাসে নীরে,
যবে ভানু অস্তাচলে করেন পয়ান ;
না ডাকে বিহগকুল ; নীরব গোকুল ;

কাঁদিছে পাদপ লতা, আ মরি, নীরবে;
কল কল কলে মাত্র কাঁদে প্রবাহিণী,
পিতৃপদতলে আজি, বহিতে বহিতে।
উদয় অচলে ভানু দিলা দরশন;
যোগাইলা রথ তূর্ণ অরুণ সারথি।
পলাইলা উষা ধনী, শিরোমণি লয়ে।
কুজনি বিহগকুল ছাড়িল কুলায়।
জাগিলা মেদিনী পুনঃ স্বভাব আহ্বানে,
পূর্ণা নবোৎসাহে, যথা নবীনা যুবতী।
বাহিরিলা গোষ্ঠে, সহ গোপাল, গোপাল;
নাহি সে উল্লাসধ্বনি; না পাঁচনী করে;
হলধর হল কাঁধে; কৃষাণ কর্ত্তরী
করে, দণ্ডকরে যথা কাল ভয়ঙ্কর;
নগরীয় কোলাহলে পূরিল গগণ;
রবিকরজাল ক্রমে আবরিল ধরা।
কোথা গো মা বীণাপাণি, কমলবাসিনি!
তরিল অজ্ঞান সিন্ধু, মাতঃ, তব বরে,
কত শত জন, যুগে যুগে। অভাজনে
এবে তার গো তারিণি! দিয়ে কৃপামৃত।
কবিতাকুসুমহার, বিনা সূতে গাঁথি,
পূজিব ও পদাম্বুজ পূরাতে বাসনা;
কিন্তু, মাতঃ, কি ভরসা, তব দয়া বিনা?
কহ গো মা শ্বেতভুজে! কি হলো পাতালে?
কেমনে বঞ্চিল কাল দুরাচর কলি?

সহায় হইল কেবা তার ? দেবকুল
দর্পচূর্ণ কে করিল রত্নাকরপুরে ?
কাদম্বরী মনোরথ হইল পূরণ
কেমনে বা ? কি করিল অতঃপর কলি ?
কহ গো এ সব, মাতঃ, কহ বিশেষিয়া ;
তোমার প্রসাদ বিনা বর্ণিব কেমনে ?
কত শত বার রণ হইল বিষম।
হারিল পামর কলি ; তবু নাহি ক্ষমা।
পুনঃ পুনঃ হারে ; তবু পুনঃ আসে যায় ;
এত দেখি অঘরিপু কহিলা অগ্নিরে,—
" শুন ওহে সর্ব্বভুক ! যাও ত্বরা করি
পাতালের দ্বারে ; রাখ অনিশ সে দ্বার ;
না দিও কলিরে কভু আসিতে এ পুরে।"
সে অবধি অঘরাজ না পারে আসিতে।
বাসুকি না দিল স্থল ; না দিল বসুধা ;
আইলা জলধিপতি পাশে তবে কলি।
জলনিধিপতি তারে রাখিলা আদরে,
কতদিন, নানা ভোগে ; গেল কিছুদিন
এই রূপে। শুভক্ষণে শুভদিন হলো
উপনীত ; জলধির পুরিল বাসনা ;
পড়িল সাগর মনে অঘোরের বর।
কাদম্বরী মনোরথ পুর্ণ হলো এবে।
মাতিল আনন্দে পুরী ; মাতিলা বারুণী
মহাসুখে। মণিময় সিংহাসনে বসি

রত্নাকরপতি মণি বিতরেন নানা।
চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত আর পদ্মরাগ,
হীরা, চূণী, সোণা, রূপা; বিবিধ বরণ—
রাজরাজ যাহা কভু না দেখে নয়নে।
এই রূপে বিতরিলা মাণিক্য, রতন
বারুণী হৃদয়মণি; কভু বা হরিষে,
বিষাদে বা কভু; নানা ভাব উঠে মনে:—
“ কেন হেন বর দিলা দেব চন্দ্রচূড় ?
নহে বর, অভিশাপ এ যে ! করিল কি
দোষ তবে কাদম্বরী মম, পূজি তাঁরে ?
গেল মান ; গেল কুল ; দেবকুলবালা
আজি পড়ে দৈত্যকুলে ! হায় রে বিধাতা !
এ কেমন বিধি তব, না পারি বুঝিতে !
হায় ! কাদম্বরী মম প্রাণের তনয়া !
কেমনে সমর্পি তারে বিষধর করে ?
জানিছ সকলি, মন, তুমি ; কি বলিব
আমি আর ? ধর্ম্মানুজ বলি তারে দিনু
স্থান বাসিতে এ পুরে। অঘঅবতার
সে যে, নাহি জানি আমি। নারদ সংবাদে
মানিনু বিস্ময় আজি ; হইনু হতাশ। ”
“ কি বলি বুঝাব আমি প্রাণপ্রেয়সীরে ?
না জানে বারতা দেবী অবলা সরলা।
হইবে বিবাহ সভা ; আসিবে অমর,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর যত, সেই সভামাঝে ;

আসিবেন মুরহর, হর, পদ্মাসন ;
চারিদিকে কাণাকাণি করিবে সকলে ;
অমনি আসিবে জল আঁখিতে আমার ;
কাঁদিবে সতীর প্রাণ ; কাঁদিবে কমলা ;
কাঁদিবে নন্দন মম ; পুরনারী যত ;
কেমনে বুঝাই সবে, না দেখি উপায় !”

এত ভাবি জলপতি হৈলা অচেতন ।
ঝরিল নয়নে বারি ঝর ঝর ঝরে ।
সিংহাসন হতে দেব পড়িলা সহসা ।
আইল মীনেশ ; কত আইল অপ্সরা,
হেম পাত্রে করি সুধা যতনে লইয়া ;
রাণীপাশে গেল বার্ত্তা ; আইলা বারুণী ;
আইলা মুরলা দেবী ; আইলা জাহ্নবী,—
আলুথালু কেশ সবে কাঁদিতে কাঁদিতে ।

সুধা পরশিতে দেব পাইলা চেতন ।
বসিলা উঠিয়া দিব্য সিংহাসনোপরে ।
কহিলা বারুণী তবে, মধুময়ভাষে,—
“ কেবা বিবাদিল আসি, কহ, জলতলে,
কহ, নাথ ! এ দাসীরে, কাঁদিছে পরাণ ?
কাঁপিল এ পুরী কেন এ আনন্দকালে ?
শুভক্ষণে শুভদিন আজি উপনীত ।
দুহিতারতনে দান জামাতারতনে ;
হেন কালে অমঙ্গল কেন হেন ? কহ

তা দাসীরে, নাথ! কহ শীঘ্র, দয়া করি।
কেন হে আপীড় তব যায় গড়াগড়ি?
আপিঞ্জরময়ী পুরী তব নাহি ভাতে
কেন আজি? মীনরাজ কেন শোকাকুল,
লুটাইছে শির তব চরণ কমলে?
কেন ও বরাঙ্গ তব আজি হে মলিন?
শুখাইছে ও বদন কেন? ইচ্ছাবস্তু
ইচ্ছামতে নাহি পায় যাহা আছে তব
রত্নাগারে; কি অভাব তব? কহ, নাথ!
অধীনীরে, দুঃখিনী সে জান তব দুঃখে!"

এতেক ভাষিলা যবে বারুণী রূপসী
উঠিলা জলধিপতি সিংহাসন হতে,
ধীরে ধীরে, যথা উঠে হইতে বিবর
মৃগরাজ, মৃগেন্দ্রাণীরব শুনি কাছে।
থুতি ধরি ঘন ঘন চুম্বি বিধুমুখ,
কহিলা সাদরে পাশী;—"শুন, প্রাণাধার!
মম জীবনের তুমি সে জীবন! তব
বিরহ বেদনা, প্রিয়ে! না পারি সহিতে,
তেঁই ঘটে এত জ্বালা বারে বারে মো রে।
তুমি আশা, ভরসা সে তুমি, এ অতল
জলে! তোমা বিনা নাহি জানি আর কারে।
গাঁথিয়া রাখিব হৃদে করি যে বাসনা;
না পারে ধরিতে রূপ মন দুরাচার।
নাহি পায় সূতা, তবে গাঁথিবে কেমনে?"

" মুখশশধর পানে হেরি যত বার,
নবভাব উদে মনে ; না পারি স্থিরিতে,
কার সনে তুলা তার দিব এ ভুবনে ?
না যুড়ায় আঁখি যদি হেরে শতযুগ !
সুধাধর ও অধর বরিষয়ে যবে
সুধা,—যার লাগি সুরসনে অসুরের
বাদ, চিরকাল—মোহে মরামর সবে
এ তিন ভুবনে ; যাহা হতে, কি বলিব,
হইল নন্দন, নাম সুধাকর যার !
ধন্য মম এ জীবন ; অভাজন আমি ;
কিন্তু বিধি সুপ্রসন্ন মোরে। না জানি কি
পুণ্যবলে,—নরাজীব আমি সর্ব্বকাল—
না জানি পাইনু আমি তোমা হেন ধনে ?
তোমারে অদেয় কিবা ; তুমি সর্ব্বেশ্বরী,
হে হৃদয়েশ্বরি ! কেন কহ হেন কথা ! "
" পীড় না হৃদয় আর; চল ত্বরা করি--
চল রত্নাকররত্ন, যুড়াব এ জ্বালা,
নিরালয়ে, মহেশের রাজীবচরণে।
তিনি বিনা এ বিপদে কে তারিবে আর !
যাও এবে অন্তঃপুরে ; কর আয়োজন
বিবাহের, বিধিমতে ; আসিছে অমর ;
চলিলাম সভামাঝে আমি, বিধুমুখি ! "
এত বলি জলপতি করিলা পয়ান,
চুম্বিয়া অধরবিম্ব। সতৃষ্ণ নয়নে

চাহি কত ক্ষণ তবে বারুণী রূপসী
ফিরিলা আবাসে, ফিরে যথা চাতকিনী,
বিরসবদনা, যবে জলধরকুল
না বরিষে জল,—জল জীবন তাহার।
বাজিছে বাজনা নানা, চারিদিকে। কেহ
গাইছে সুতানে কোথা মধুময়গীত,
যথা মধুসমাগমে, মধুঅনুচর
গায় তরুশাখে বসি মানসহরিষে;
কিম্বা যথা নায়কীর মনতুষিবারে,
গায়ক নায়ক গায় সুমধুর তানে।
হাস্য পরিহাসে কোথা যুবকযুবতী,
বসিয়া নির্জ্জনে ভাসে আনন্দসলিলে;
ভাতিছে পতাকা, নানা রতনে খচিত,
আপিঞ্জরময়ীপুরীশিরে, ভাতে যথা
মেখলা মেখলে, চলে যবে সীমন্তিনী,
মরালগমনা, হেমকুম্ভ কাঁখে করি
রঙ্গিণী সঙ্গিনী সনে আনিবারে বারি।
অনিলের সনে আজি হয়েছে মিতালি;
না উঠে তরঙ্গচয় পর্ব্বতআকার,
তরীকুল প্রতিকূল; খেলিছে লহরী
মলয়সমীর সনে; মাতিয়া হরিষে
কর্ণধার ক্ষেপিতেছে কর্ণ; গাইতেছে
গীত কেহ, বাজাইয়া বীণা, জলধির
পানে চাহি; শ্বেতাম্বর শোভিছে উপরে,

অনুকূল বায়ুভরে পূর্ণ আজি ; করি
ভেদ নীল অম্বু, চলে মনোরথগতি।
খেলিছে হরিষে কত শত জলচর।
নাহি বাদে কেহ কার সনে ; রাজপুরে
সমাহিত সবে, এবে স্বয়ম্বরোৎসবে।
দুরন্ত খড়্গীরে আজি নাহি ডরে কেহ ;
তীক্ষ্ণদন্ত মহাবল মহাস্যবদন,
নাহি ধায় কার পানে, ব্যাদানি সে মুখ ;
গ্রাহরাজ খেলিতেছে হীনমীন সনে।
এদিকে প্রমদবনে, কমলার সনে,
তুলিছে কুসুম নানা, বিবিধ বরণ,
কাদম্বরী সুহাসিনী অরুণবরণী।
মুরলা, বিমলা, শচী, হেমমালা সতী
ফিরে সাথে সাথে সবে, হাস্য পরিহাসে ;
কাণাকাণি করে শচী আর হেমমালা,—
কি কহে, বুঝে না কেহ, সে ভাব ভঙ্গিতে।
এরূপে সকলে মিলি ভ্রমিছে কানন,—
ধন্য রে কানন পুণ্য তব ছিল কত—
হেনকালে হেমমালা চাহি শচীপানে
কহিলা সজল আঁখি, কথায় কথায়,—
" ডরি যে কহিতে, সখি ! বিবাহ সম্বাদ।
কে জানে, কি অমঙ্গল, ঘটে দেবকুলে ?
মহেশের বরে আজি বরিবে কলিরে,—
শুনিনু শ্রবণে, সত্য মিথ্যা নাহি জানি—

কাদম্বরী স্থলোচনা ভুবনমোহিনী।
অঘঅবতার কলি, কে না জানে তারে?
জানি শুনি জলনিধি অর্পিবে কেমনে
প্রাণাধিকা তনয়ারে, আশীবিষ করে?
গেল অমরের কুল, মান এবে; হায়!
কি লজ্জার কথা, নহে বলিবার এ যে!
ফুকারে কাঁদিনু, সখি! শুনিনু যখন।
ধর্ম্ম জানে মর্ম্মব্যথা, কি বলিব আর!"
এত কহি হেমমালা হইলা নীরব।
কহিলা বাসবপ্রিয়া;—" শুন লো সজনি!
বিধির অদ্ভুত বিধি কে পারে বুঝিতে?
না দেখি মঙ্গল ইথে আমাদের; তব
কথা শুনি, হেমমালে, হইল নিশ্চয়
যাহা কয়েছিল স্বপ্ন, মম কাণে কাণে।
না করিনু প্রত্যয় সে কথা, কুহকিনী
জানিয়া স্বপনে; কিন্তু তাহা সত্য হলো
এবে, বিধিবিড়ম্বনে। না দেখি উপায়
আর ভাবি, লো ললনে! চল ত্বরা করি,
নিবেদিব এ বারতা কমলার পদে;—
নাথের ভরসা তিনি বিপদপাথারে।
বিশেষে অনুজা তাঁর কাদম্বরী; তিনি
বুঝাবেন বিধিমতে। ওই দেখ, সখি!
দেখা যায় সরোবর; শোভিতেছে কত
তাহে শ্বেতসরোজিনী; উড়িছে মধুপ,

মধুলোভা, গন্ধামোদে ; কলরব করে
কত জলচরপাখী ; মল্লিকা, মালতী,
গন্ধরাজ, চাঁপা জুঁই, আর কত ফুল
ফুটিয়াছে পাড়ে ; ফলভারে অবনত
তরুকুল।—ওই খানে, শুন কাণ দিয়া,
হেমমালে ! ওই খানে আছেন কমলা,
প্রিয় অনুজার সনে। ওই শুন, কথা
কহিছেন দুইজনে, বিরল কাননে।
চল যাই, কই গিয়ে, দেব অপমান !"
এত বলি চলি গেলা দোঁহে, মৌনবতী।
দেব আভরণ নানা বাজিল চরণে।
বারম্বার করিল সে ধ্বনি গিরি, বন,
যেন অভ্যাসিছে তারা সে মধুর রব,
বুঝি বা শিখিতে। ভ্রমি কত উপবন,
কুসুমকানন, গেলা দোঁহে দেবগতি,
যথায় ব্রততী বাঁধে রসাল রসালে।
প্রবেশি নিকুঞ্জমাঝে, প্রণমিলা শচী,
সজলনয়না, ধীরে ধীরে, কমলার
কমলচরণে ; সর্ব্বনাশকারীজায়া
নমিলা সে সনে। বুঝি মনোদুঃখ তবে
কহিলা জননী,—"কেন কাঁদ, বৎসে, আর,
কাঁদিলে কি হবে ! দেবঅপমানহেতু,—
না জানি কি হেতু,—দেব মদনঅন্তক।
না জানেন এ বারতা বিধি গুণনিধি ;

তেঁই সে অবিধি আজি বিধি হইয়াছে।”
“কি বুঝাব অনুজারে, নাহি বুঝে সে যে!
নিতান্ত বাসনা তার বরিতে কলিরে।
কলিরূপ হেরি ধনী হয়েছে বিকলা।
কলি জপ; কলি তপ; কলি সে জীবন:
ও অঙ্গ ভূষণ কলি, যেন পদ্মকলি
মধুর আধার।—তাই ধনী ভাবে মনে
সদা সে মোহন কান্তি! ইচ্ছে, ও অধরে
দিয়ে বিম্বাধর নিজ, সদা পিয়ে মধু,
কপোত কপোতী যথা বিরল কাননে।
না মানে বারণ, বৎসে! কি বুঝাব আমি?
বিধাতা দিবেন বিধি তাহাতে আবার।”
“যা হবার হবে, বৎসে! না করিও ভয়।
অবলম্ব সহিষ্ণুতা কিছুকাল; ফল
ফলিবে বিলম্বে, কত সেচনের পর।
আমি বিরাজিব সদা তোদের ভবনে।
হইল বিবাহলগ্ন; চল যাই সবে
অমরসমাজমাঝে; ভুলি মনোদুঃখ
এবে, সাধ দেবকাজ, নানা রসভাষে।”
চয়ি নানা ফুলচয়, শ্বেত, পীত, রাঙ্গা,
বিবিধবরণ,—কত বর্ণিবে বা কবি—
মধুমাখা, মধুসখা রচিয়াছে বলি,
পরিলা কবরীদেশে হেমমালা, শচী,
আর যেবা ছিল সনে। কনক চম্পক

জিনি বর্ণ ; গন্ধরাজ গন্ধ জিনি, অতি
মনোলোভা ;—হেন চাঁপা হইল ভূষণ।
লইলা কমলা করে কমল তুলিয়া,
সুবর্ণবরণ, যাহে মোহে মুনিমন।
গন্ধরাজ, পারিজাত, আর কত ফুল,
করিলা ভূষণ শিরে কাদম্বরী ধনী ;
গাঁথিয়া লইলা হার কুসুমরতনে,
প্রাণেশের বরগলে দোলাতে হরিষে।
তুলিয়া গোলাপ, যাহে দহে বিরহিণী,
কহিলা সাদরে ধনী করতলে রাখি,—
" শুন হে কুসুমরাজ! তব কান্তি হেরি
মলিন হয়েছে কান্তি মম ; ভাবি সদা,
যুড়াইব কিরূপে সে তাপ, ফুলেশ্বর!
পরিব কুন্তলে তোমা, এ মম মিনতি ;
কিন্তু রেখো ধর্ম্ম তব। পাগলিনী আমি,
নাহিক সরম, তেঁই কই মর্ম্মব্যথা
তব পাশে ; দেখো রক্ষ এ অবলাজনে ;
দেখো মম আশা-লতা নাহি ছিঁড়ে যেন ;
দেখো আদরেন যেন এই অভাগীরে। "

এত কহি গোলাপেরে, পরিলা কুন্তলে,
অম্বরাজবিলাসিনী। হাসিল গোলাপ,
হাসয়ে নলিনী যথা উদয়অচলে
যবে উদে বিভাবসু। মরি, কিবা রূপ,
অপরূপ, ধরিল সে বিনোদিনী! মোহে

যোগীন্দ্রের মন, হেন মোহিনীমূরতি।
কি কহিবে কবি আর এবে ; কবে যবে
সভাতলে পশিবে সে ধনী। আলোকিল
উপবন নানা, তার সে বিভায় ; হলো
আমোদিত চারিদিক, এমনি সৌরভ।
গৌরবে কামিনী তবে মনে মনে হাসি,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে মুরলার সাথে ;
হেমমালা শচী কিন্তু বিরসবদনা।

এদিকে মঙ্গলধ্বনি হইছে চৌদিকে।
শঙ্খনাদ জয়নাদ আর উলু উলু ;
অধরে মধুর হাসি ধরে বিদ্যাধরী
যত, পীনউরসিজা, সুচারুমেখলা ;
নয়নে কটাক্ষবাণ, ঝলসে নয়ন ;
চলে সবে সারি সারি হেমঘট করে ;
চরণে নূপুর বাজে ; মেখলে মেখলা ;
সুকরে কঙ্কণ ; গলে দোলে গজমতি ;
দেবাম্বর পরিধান, রতনে খচিত ;
মুকুতা ঝালর তায় করে ঝলমল।

সভামাঝে শোভে যত অমরসমাজ।
পীতাম্বর, দিগম্বর আর পদ্মাসন
বসি রত্নসিংহাসনে, সহাস্যবদনে।
পীতাম্বরগলে দোলে বনফুলমালা ;
তেজোময় অবয়ব ; চরণে করুণা
বহে কলকলরবে—অমৃতের ধারা ;

শোভে করে, তেজোময়, এ ব্রহ্মাণ্ডচয় ;
নয়ন কমল বিভা কি বর্ণিবে কবি ?
ভাবিয়া আকুল ; তাহে ভাতিছে বিচার ;
ললাটে বাসেন শান্তি বিরামতনয়া ;
কিবা সে মোহিনী কান্তি। মুক্তির আধার,
যাহা লভিবারে ঘুরে ত্রিলোক সঘনে ;—
মিছা সে আয়াস কিন্তু ধর্ম্মপথ বিনা।

দিগম্বর ভালে শশী করে ধক ধক,
আলো করি চারি দিক ; গরজে ভীষণ
ফণী নীলকণ্ঠ ঘেরি ; জটাজূট মাঝে
কল কলে তরঙ্গিণী, রঙ্গিণী সদাই ;
বিভূতি ভূষণ অঙ্গে, করে করমালা ;
মৃত্যুপতিগর্ব্বহর ভীষণ ত্রিশূল
শোভে বাম করে ; ঝকমকে বাঘাম্বর,
তারাময়, কত শত রতনে রঞ্জিত।

পদ্মাসন দিব্যাসনে বসি ; চারিমুখে
বিরাজেন প্রভা সদা, সদানন্দময়ী ;
ব্যবস্থাদর্পণ করে শোভে দিবানিশি ;
রক্তবাস পরিধান মোহন মূরতি।

কি বর্ণিব রূপ আর এ তিন দেবের !
বর্ণাতীত সে যে ; তার নাহিক তুলনা
ত্রিভুবনে, মুনিজনমানসরঞ্জন,
কল্পকল্পতরু। যোগী যোগাসনে বসি,
হেরে সে মোহনরূপ হৃদয়নয়নে ;—

তিনরূপ, একরূপ, একি অপরূপ !
ভাবিয়া না পায় কবি, বর্ণিবে কেমনে ?
যেরূপ হেরয়ে কবি, কুসুম রতনে,
নভোলোকে, যথা তথা ফিরায় নয়ন ;
চরমে পরমগতি, সেই মহারূপ,
বসি দেবসভামাঝে, কোটি সূর্য্য জিনি !
দেবরাজ সনে আর কত শত দেব,
বসি দেবসভা মাঝে বিমোহি সভায়।
যক্ষরাজ, ষড়ানন, শমন, পবন,
মদন, দক্ষিণেশ্বর আর গণপতি ;
গ্রহগণ সনে মিলি বসি শতভারা ;
কত নাম লব আর ! দেবলোক ছাড়ি
যতেক অমর আজি পশেছে পাতালে।
শূন্য দেবলোক মরি, সেই সে কারণে !
জনশূন্য জনলোক ; নাগ নাগহীন ;
সবে রত্নাকরপুরে আনন্দে মগন।
সহস্র সহস্র মণি জ্বলে শেষশিরে,
নীলাম্বর শিরে যথা তারা অগণন ;
পর্ব্বত আকার কায়, ভীষণ মূরতি,
আর কত বিষাকর ফণাধর ফণী,
সবে হিংসা ত্যজি আজি প্রফুল্ল বদন।
অবারিতদ্বার পুরে পশেছে অসুর
কত শত, ভীমকায়, কলি সাথে করি।
নবজলধররূপ ধরে অঘরাজ,

বসি দৈত্যকুলমাঝে, জিনি রতিপতি।
কি অমর, কিবা নর, চাহে সেই ভিতে।
নাচিছে অপ্সরাকুল কঠোরউরজা
অধরে মধুর হাসি ; না চায় তাহারা
কিন্তু কেহ দেবপানে। কলিরূপ হেরি
হয়েছে বিকলা সবে ; না চলে চরণ
আর ; নাহি দোলে ভুজ ভুজঙ্গিনীসম,
ভূষিত রতনে নানা, মরকত ভাতি ;
পীনকুচযুগ আর না কাঁপে সঘনে ;
নাহি দোলে গুরু পাছা নিন্দি মেদিনীরে ;
আলু থালু বেশে সবে ঠারিছে নয়ন,
হলাহলময়, যথা অঘরাজ বসি,
জিনিয়া কুমারে, কিম্বা শম্বরসূদনে।

ঝিলিমিলি অন্তরালে কত দেবনারী,
হেরি সে মোহন মূর্ত্তি, স্পন্দহীন আঁখি।
পড়িছে কবরী খসি কার ; কাহার বা
খসিছে কাঁচলী, নানা রতনে জড়িত,
সুন্দর উরস হতে ; বিবসা কেহ বা
হইতেছে পঞ্চশরশরে জর জর।

এত দেখি হেমমালা কৃতান্তরমণী
কহিলা মুরলা পানে চাহি মৃদু হাসি,—
" দেখ লো মুরলে! আজি অমর মরণ,—
মরণ সহস্র গুণে ছিল কিন্তু ভাল ;
অপমান মানীমনে মরণ অধিক—

দেখ সভামাঝে চেয়ে, অঘরাজরূপে
আলো করেছে এ সভা ; মরি কিবা শোভা !
কামিনী কুলের মণি ছিল যে মদন ;
তার রূপে নাহি মোহে কেহ আর এবে ;
সেই হেতু হানিছে সে বাণ, খরতর,
কামিনীকুলের হৃদে, কামিনীমোহনে
মাত্র করি নিজ পক্ষ। দেখ লো সজনি !
দেবরাজ অধোমুখ ; অধোমুখ লাজে
গজমুখ, ষড়মুখ,—সকলে বিমুখ ;
সহস্র মস্তকে শেষ, দেখ, অধোমুখ।"

এত কহি নীরবিলা কৃতান্তভামিনী,
মনোদুঃখে, যথা ঘোর বরিষণ কালে
নীরবে পুষ্কর। বিধুবধূ আরম্ভিলা,—
"যা কহিলে, হেমমালে, সত্য হেন মানি ;
কিন্তু হেন রূপ কভু দেখেছ কি কোথা ?
কোথা রতিপতিরূপ ? কোথা বা কুমার ?
না হেরি ইহার তুলা ত্রিভুবনমাঝে !
ইহাতে যে কাদম্বরী হয়েছে বিকলা,
তা নহে বিচিত্র ; কত দেবী হতজ্ঞানা।
অরুচির রুচি হয় হেরে রুচিরূপ।
দেখ, ওলো হেমমালে ! কিরীটের শোভা,
মণিময়, আভাময়, মরি কিবা ভাতি !
কি ছার ইহার কাছে রত্নাকর মণি !
কিম্বা রাজরাজকোষ, চন্দ্রকান্তময়।

উরসে কবচ দেখ, রতনে নির্ম্মিত,
সর্ব্বরতনের সার, অগুরু যেমতি
সর্ব্বচন্দনের সার, মলয় উরসে।"
হেন কালে বাহিরিলা কাদম্বরী ধনী,
সখিগণ সাথে করি, হেমমালা করে।
কত শত শঙ্খধ্বনি হইল সে ক্ষণে;
তুরী, ভেরী, কত শত বাজিল বাজনা।
মাতিল অমরকুল; মাতিল অসুর;
মাতিল কিন্নর যত; মাতিলা বাসুকি;
গন্ধর্ব্ব তাপসকুল মাতিল সকলে,—
মাতিল সকলে হেরি মোহিনী মূরতি।
কোলাহল উপজিল; কাঁপিল পাতাল;
কাঁপিলা মেদিনী তাহে, ভয়াকুলচিত;
গরজিল মীনকুল ভীষণ আরবে।
এত দেখি পদ্মাসন উঠিয়া অমনি,
বিস্তারিলা মায়াজাল; আবরিল তাহে
সেই অপরূপ রূপ, আবরে ভাস্কর
যথা ঘনদল ঘোর, পবনতাড়নে।
মোহ গেলা দেবগণ, অসুর, কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব বাসুকি আর যত ভুজঙ্গম।
পড়ি গেলা যে যেখানে ছিলা, মহাবাতে
যথা পাতে তরুকুল। নীরবিল পুরী;
থামিল সে কোলাহল। বাতুলের প্রায়
চাহিলা মোহিনী পানে মরামর সবে।

বর্ণিব কেমনে রূপ, কহ মা ভারতি ?
সে যে কাদম্বরীরূপ ; নহে অন্য রূপ।
এসো মা হৃদয়াসনে ; যোগাও নূতন
ভাব ; পূজিব সে ভাবে ও চরণযুগ।
আবরিত মায়াজালে রূপ অপরূপ ;
তথাপি কিরূপ রূপ ধরে পাপীবালা,--
ভুবন মোহিনী জিনি ভুবনমোহিনী।
মধুমাখা সে বদন, মধুর আধার ;
তেঁই কমলিনী ভ্রমে ভ্রমে মধুকর
সদা, সেই মধুমুখে। বিকচকমল-
আঁখি, মধুজলনিধি, ভাতে তারা তায়,
অম্বরসাগরে যথা শুকতারামণি।
খগবর জিনি নাসা অতি মনোহর,
সুরভি সৌরভ যাহা হতে অবিরাম,
বহেন জগৎপ্রাণ তিন মহালোকে ;
যাহা হতে মলয়ের বাড়িল সম্মান।
ইন্দ্রচাপ শোভা কিবা গগণের ভালে,
কিম্বা রতিপতিধনু, কুসুমরচিত ;
সবে জিনে ধনুযুগ নাসিকার মূলে,
হানে যবে সে মোহিনী কটাক্ষের শর।
কিবা সে অধর মরি জবার বরণ,
মধুসরোবর সদা ; মধুসখা রুচি ;
দেবাসুর সবে বাঞ্ছে পিইবারে মধু।
কিবা বেণী বিনায়েছে ; কিবা সে কবরী ;

চম্পক গোলাপ যাহে শোভে কত শত,
আমোদি চৌদিক,—বাঁধে তাপসের মন।
সুললিত কণ্ঠে ধনী ধরে গজমতি ;
ধক ধকে ধুকধুকি, বিমোহি অমরে।
মধুময় উরসিজ ভাতে সে উরসে,
মধুমাখা, আবরিত কাঁচলীরতনে ;
সেই অভিমানে গিরি ঢাকে ও বদন,
মেঘমালা অন্তরালে ; যত উঠে হয়
কৃশ চিন্তাজ্বরে জরি। কিবা ভুজযুগ !
কি দিব তুলনা তার, আমি অভাজন !
মৃণালিনী লাজ পায় তার কাছে ; কিম্বা
পাশীপাশ : সেই হেতু দোঁহে নীরমাঝে।
মধুমাখা করযুগ, সদা মধুময় ;
মণিময় আভরণ শোভে তাহে কত :
খেলিছে বিজলী যেন তাহার মাঝারে।
চম্পক কলিকা জিনি অঙ্গুলীর পাঁতি।
দশ দশ ইন্দু ধনী ধরে তার মাথে।
সুচারু মেখলাদেশে সুচারু মেখলা,
আপিঞ্জর নিরমিত, সৌরকরভাতি ;
ঝলসে নয়ন তার যে চায় সে দিকে।
উরুযুগ রম্ভাবতী হেরি মধুমাখা,
না আইল তথা ; কাঁদে ধনী অপমানে,
পদ্মাসন বিড়ম্বনে, বসিয়া বিরলে।
চরণে নূপুর বাজে, মুনিমনোহর ;

কিবা ভাতি, মরি, তার নাহিক তুলনা!
পরিধান দেবাম্বর, নীরদ বরণ,
রত্নাকর রত্নাগার হইতে খচিত।—
নহে এ রতন যাহা মিলে যথা তথা;
শত শত মণি তার নহে কভু তুলা;
শততারা, গোধুলি-রতন-তারা-জিনে।
মধুময়ী তারাময়ী সেই হেতু ধনী।
চলনে মরাল জিনে, বারণ কি ছার!
সুমধুর রোলে বাজে কিঙ্কিণী, নূপুর;
নিবিড় নিতম্ব কাঁপে; কাঁপে উরসিজ;
অধরে মধুর হাসি; কটাক্ষ নয়নে :—
চলে ধনী তপাসিয়া মনোমত পতি।
সফল জীবন তার চাহে যার পানে।
খোঁজে দেবকুল মাঝে; চাহে চারি দিকে;
না লাগে নয়নে কেহ পরাণ সমান;
বামাকুল-চির-সখা কোথা রতিপতি?
কেন আজি এ কামিনী বাম তব প্রতি?
অঘরাজ সখা তব; কি ভয় তোমার?
বিকলা যেরূপে ধনী চাহে সেই রূপ
বরিবারে; সেই হেতু খুঁজে প্রাণসখা।
ভাবিওনা দুঃখ তাহে, ত্রিলোকমোহন!
বরিবে সে সখা তব, যাহে তুমি সুখী।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, মুনিগণ ছাড়ি
দৈত্যকুল বসে যথা চলিলা কামিনী

সহচরীগণ সনে, রত্নমালা করে।
মাঝে মাঝে শঙ্খধ্বনি করে সখীগণ;
কেহ দেয় উলু উলু হাসিয়া মধুর।
কাদম্বরী অঘরাজ নয়নে নয়ন,
রহিলা যে কতক্ষণ কি বলিব আর!
প্রণয়জলধিকূল উথলি পড়িল;
ভাসি গেল উরসিজ; ভাসিল দুকূল;
থর থরে মধুময়ী লাগিলা কাঁপিতে।
ধর্ম্মারি-লোচন-লোহ রহিল লোচনে।
কতক্ষণ পরে তবে অনঙ্গ মোহিনী
অর্পিলা রতনমালা সে মোহন গলে।
ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইল সে ক্ষণে।
মাতিল অসুর মদে; কাঁদিলা বসুধা;
হাহাকার দেবগণ করিয়া উঠিল।
অন্তঃপুরমাঝে সবে লাগিলা কাঁদিতে।
বারুণী রূপসী কাঁদে কত ছাঁদে বাঁধে;
কভু দেয় গড়াগড়ি; কভু হাসে মনে;
কত মায়া জানে মায়াধারিণী রঙ্গিণী,
কে পারে বুঝিতে? নর বুঝিবে কেমনে!
অমরের জ্ঞানহত সেরঙ্গ দেখিয়া।
কাঁদেন বাসবপ্রিয়া দুঃখিনী সে দুঃখে;
কাঁদে হেমমালা সতী; কাঁদিছে মুরলা;
অপ্সরী কিন্নরী কত, কাঞ্চনবরণী
কাঁদিছে সে সনে, আর না পারি সহিতে

হেথা হেমময় খাটে দেবরত্নাকর
অচেতন মনোদুঃখে । সুধাংশু কমলা
বুঝান কতেক তাঁরে, বিবিধ বিধানে !
মলিন বদন চারু ; মলিন সে রূপ ;
অবিরত বারিধারা বহে দুনয়নে ।
কতক্ষণ এইরূপ থাকিয়া নীরব,
কহিলা কমলাপানে চাহি, মৃদুভাষে,—
" কি বুঝাও মোরে আর, প্রাণাধিকা তুমি !
দেবকুলে কালী আজি দিল কাদম্বরী ।
কেমনে দেখাব মুখ অমর সকলে ?
কি বলি বিদায় দিব দেবরাজে আমি !
কি কহিবে হৈমবতীসুত ষড়ানন -
কি কবে অন্তক, বৎসে ! কি কবে অনিল -
রাজরাজ কি কহিবে ? কি কহিবে শেষ -
ঘটিল বিষম এবে, না দেখি উপায় ।"
" না যাইব সভাতলে আর ; না দেখাব
এ বদন ; অপমানে মম সনে কেহ
না কহিবে কথা । দিবে মাত্র টিট্‌কারী
সবে । যাও, প্রাণাধিক ; (সম্বোধি নন্দনে)
যাও তুমি ত্বরা করি দেবরাজ পাশে ;
বলো তাঁরে, পোড়ামুখ না দেখাব আর !
সবারে প্রণাম মম জানাইও তবে ।
বলো যেন না করেন রোষ মম প্রতি ;
বিধি বিড়ম্বনে মাত্র ঘটেছে সকলি ।

এতেক ভাবিলা যবে দেবরত্নাকর,
কহিলা কমলালয়া পিতারে সম্বোধি ;—
"কি বলিব তোমা, পিতঃ! আমি যে অবলা!
অবলার কথা কোথা কে করে প্রত্যয়?
আছে যে যুকতি ইথে হেন অনুমানি!
যদি লয় তব মনে, নিবেদি ও পদে।—
অঘোরের বরে বরে কাদম্বরী কলি ;
সভাতলে তাঁর কাছে যাও ত্বরা করি।
ঘুচাবেন মনোদুঃখ তব ; শিবনামে
ঘটে কি অশিব কভু? বুঝাবেন তিনি
বিধিমতে দেবরাজে, আর আর দেবে।
কার হেন সাধ্য তাঁরে করিবে হেলন?"
এতেক কহিলা যদি মাধবরমণী
উঠিলা সজলআঁখি পাশী পাশ করে।
নিমিষেকে উতরিলা সভাতল, যথা
ধাতা অঘোরের সনে। বন্দি পদাম্বুজ,
কহিলা বিনয়ে দেব করযোড় করি,—
"হে অনাথ নাথ, প্রভু, বিশ্বনাথ তুমি!
পালহ বিশ্বের ভার ; কেন আজি বাম
এদাসের প্রতি? কহে তোমা আশুতোষ
সবে ; দেখি বা কি ঘটে আমার কপালে?
কেন হেন বর দিলা মম তনয়ারে?
কোন্ অপরাধে, নাথ, সে অপরাধিনী?
ঘটিল বিষম এবে ; না হেরি উপায়।

দেবকুল দর্পচূর্ণ হইল সে আজি।
কি কহিবে দেবরাজ, যতেক অমরে,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, আর তাপসের কুল?
কেমনে বুঝাব সবে, কহ তা এখন?
আমি সে অনর্থমূল, ওহে বিশ্বপতি!
সংহার আমারে তবে; দেবকুলগ্লানি
আমি দুরাচার; আর সহে না যাতনা।
অমরতা লাভে মম হইল কি ফল?
এ হেন বিভব, নাথ! কেন দিলা মোরে?
পতিত হইনু আজি; পতিত যাতনা
যে অনন্তকাল, আজি হতে ঘটে মোরে।"

এত কহি নীরবিলা বিরসবদনে
রত্নাকর, হেঁটমাথে। ঝরিল আঁখিতে
অবিরত জলধারা; ভিজিল বসন;
কাঁপিতে লাগিলা দেব থর থর করি।

কহিলা অমরগণে তবে শূলধর,—
"শুন, দিক্‌পালগণ, শুন মন দিয়া;
বিধির অন্তরে যাহা ঘটিবে তাহাই,
কেবা খণ্ডাইতে পারে? আমি হেতু মাত্র।
বরিয়াছে কাদম্বরী কলিরে মানসে,
জন্মাবধি বহুদিন। তদবধি পূজে
বালা মোরে সযতনে, সেই বর তরে।
কালকুলপতি কলি, কহ, কে না জানে?"

"আছয়ে বিধির বিধি ঘটিবে এতেক:

ইথে মানামান কিবা ! যে যার ভবনে
যাও সবে ; সেই বিধি ঘুচাবেন দুঃখ।
বরুণের নাহি দোষ ; না করিও রোষ
তার প্রতি ; অতঃপর হইবে উপায়।
কাঁদিবে ধরণী যবে মরিবে দানব।"
অতঃপর দেবগণে মধুরবচনে,
আশ্বাসি বিশেষ রূপে, যথা দৈত্যেশ্বর
চলিলা মহেশ। দৈত্যরাজ সসম্ভ্রমে
উঠিয়া সত্বর, পদে করিলা প্রণাম।
দাঁড়াইল দৈত্যদল করযোড় করি ;
উচ্চরবে 'হর হর' উচ্চারে সে মুখে।
বিকচকমলআঁখি কাদম্বরী ধনী
ভক্তিভাবে পূজিলা সে চরণকমল।
আশীষি সবারে তবে দেব আশুতোষ,
কাদম্বরী পানে চাহি লাগিলা কহিতে ;—
" অমরের দর্প চূর্ণ করিলে সে আজি
তুমি ; কোন্ অপরাধে তারা অপরাধী ?
মনোদুঃখে অধোমুখে আছে সবে বসি।
ঘটিল অনর্থ, বৎসে ! তোমার কারণে !
দিনু বর আমি ; কিন্তু নারিব রক্ষিতে।
ভকতবৎসল প্রভু চাহেন মঙ্গল
অমরের ; বিধাতার বিধি পক্ষ তাঁর। "
" ধর্ম্মাচারে দেবকুল রত অবিরত।
কতকাল সবে তারা এতেক যাতনা !

কি দোষ তাদের ইথে ? আমি যে করিনু
তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব কি দোষ দেখিয়া ?
তোমা হতে তব পিতা হইল পতিত।”
অনন্তর অঘরাজে কহিলা মহেষ ;—
“ শুন রে অবোধ কলি ! কহি কিছু তোরে।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বিরাজেন সদা !
এই যে ভীষণ শূল দেখিস্ এ করে,
রে পামর ! বাজে কি ধার্ম্মিক হৃদে কভু ?
মৃত্যুপতিগর্ব্বখর্ব্ব কর নাম ধরে !
দিনু এই শূল তোরে ; রাখিস যতনে ;
মম বরে যথা তথা জয়ী হবি তুই।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষঃ, নর
ডরিবে সকলে তোরে ; কিন্তু যদি কভু
হানিস্ ধার্ম্মিকে, তবে ঘটিবে বিপদ ;
সবংসে মরিবি তুই রাবণের মত।
ভীষণ ফলকবর স্বর্গ মর্ত্য যুড়ি
হীরকে নির্ম্মিত, লহ এই। রণসাধ
দূরে থাক, দেখিবে যে পলাইবে ডরে।
ধাঁধিবে নয়ন তার যেবা বৈরী তব।
আর লহ মায়াঅসি এই অসিবর !
হুতাশন দেখি যথা উন্মত্ত পতঙ্গ
আসিয়া পুড়িয়া মরে, তেমতি আসিবে
হাসিতে খেলিতে বৈরী অসিবর মুখে।
বজ্রাগ্নি পাইবে লয়, হবে জয় তোর। ”

এত বলি মহাদেব গেলেন কৈলাসে,
বৃষভবাহনে। কলি, কাদম্বরী ধনী
মাতিল হরিষে। আর না অধরে ধরে
সুমধুর হাসি; প্রেমসিন্ধু উথলিল
দুজনার; ঘন ঘন চুম্বিলা অধর।
ভীষণ নিনাদে মত্ত অনুচর যত।
কেহ নাচে; কেহ গায়; করতালি দেয়
কেহ; কেহ টিট্‌কারে যত দেবগণে।
কাঁপিতে লাগিলা মহী অসুরের ভরে;
কাঁপিল পাতাল; মীনকুল প্রাণাকুল
রত্নাকর পুরে। এত দেখি পাতা, বিধি
করিলা পয়ান; সুরপতি সুরদল
লয়ে, চলে পাছে পাছে, মলিনবদনে।
হীনজন অপমানে যদি মানী জলে,
পুত্রশোকাধিক বাজে সেই অপমান;
স্ফুরিতে না পারে মানী; রহে মৌনভাবে।
অন্তর-বাড়বানলে দহে নিরন্তর।
এদিকে কলুষপতি হইলা বিদায়,
দৈত্যগণ সাথে করি। পিতার ভবনে
রহিল ত্রিলোকবাঞ্ছা কাদম্বরী ধনী।

ইতি শ্রীকাদম্বরী কাব্যে কলি ও কাদম্বরী বিবাহ
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

কাদম্বরী কাব্য



তৃতীয় সর্গ।

উর গো মা শ্বেতভুজে ! সিন্ধুকূলে, যথা
আসুরিক চতুরঙ্গ গরজে ভীষণ ;
বিভীষণ মূর্ত্তিধর, নিকষাতনয়
বিভীষণ যথা। শত দশাননতেজ
ধরে প্রতিজন ; যুঝে যে তাদের সনে
অবশ্য মরণ ; হেন মহাবল তারা।
বিশেষে মহেশবরে আজি বলবান,
নহিলে কি ঘটে এত ? নাশি ধর্ম্মরাজে
দৈববলে, পাইয়াছে বল অঘরাজ ;
ভেদিয়াছে পাতালের দ্বার, হিরণ্ময় ;
নাশিয়াছে কত শত ধর্ম্মঅনুচরে ;
করিয়াছে হুতাশন গরব খরব ;
দলবল সাথে করি উঠিতেছে এবে,
কাতারে কাতারে, সবে আরক্তলোচন,
ঘোরদরশন ; বিশ্ব কাঁপিছে হুঙ্কারে ;
কপিধ্বজ রথবর ভীষণ গর্জ্জন,
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ, নাহি হয় কভু

উপমা ইহার। ধরা গণিলা প্রমাদ ;
চমকিলা ধরাধর অনন্ত অমনি ;
ঘনদলে রবিতেজ ঢাকিল সহসা ;
উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি হইল সে ক্ষণে।
অকস্মাৎ অন্ধকার হেরিয়া চৌদিকে,
জীবকুল সবে আজি মানিল প্রলয়।
পশিল বিবরে কেহ ; কেহ নীরমাঝে ;
কেহ অচেতন হয়ে পড়িল ভূতলে,
ভয়ে, কাঁপি থর থরে। গিরিবাসী আসি
গিরিপাশে, কাঁদিল যে কত, মনোদুঃখে
বলিব কেমনে ! গিরি কাঁদিল সে সনে,
না পারি করিতে তার দুঃখ বিমোচন।
কৈলাস শিখরীশিরে আছিলা ধ্যায়ানে,
যুগল নয়ন মুদি দেব চন্দ্রচূড় ;
সহসা এ ভীমনাদে কাঁপিল সে গিরি ;
টলিল কনকাসন ; ভাঙ্গিল সে ধ্যান।
বিস্ময় মানিলা দেব এ সব হেরিয়া।
অনন্তর জিজ্ঞাসিলা হৈমবতীপ্রতি ;—
" কেন, প্রিয়ে ! আজি এত ঘটে অমঙ্গল ?
কেন এ ভীষণ নাদে টলিল আসন ?
অসুরের নাদ যেন লাগে মম মনে !
কাঁপিতেছে হিয়া মম ; কি ঘটে না জানি ?
দানবদলনী, প্রিয়ে ! কহে তোমা সবে ;
রক্ষিয়াছ দেবগণে দানব হইতে,

কত বার ; রক্ষ পুনঃ, নিস্তারিণি ! এবে ;
নতুবা ঘটিল আজি অকালে প্রলয় ! ”
এতেক কহিয়া দেব হইলা নীরব।
উত্তরিলা তবে মাতা কৈলাসবাসিনী,
বীণা সপ্তস্বরা যেন বীণাপাণি করে ;—
“ তব অগোচর কিবা, ওহে বিশ্বনাথ !
বিশ্বাধার তুমি ! কহ, কি কহিব আমি ?
তুমি বরদাতা, নাথ ! আমি কি করিব ?
পড়ে কি না পড়ে মনে, দেখ মনে করি ?
যবে জম্ভাসুরে, নাথ ! দিলা তুমি বর,—
‘ত্রিলোক বিজয়ী তব হইবে তনয়,’
কি অনর্থ ঘটিল তা দেখ ভাবি মনে !
কত কষ্টে সে তনয় হইল নিধন ! ”
“ নিনাদিছে যেই, নাথ ! শুন তার কথা।
কালের চতুর্থ পুত্র, ত্রিগুণনাশক,
কলুষাবতার কলি, ধর্ম্মভয়ে ছিল
পাতাল ভুবনে, সদা বিষাদে মগন,
সমরজর্জ্জরতনু, যথা ঋষ্যমূকে
সুগ্রীব রাজন, সহ বায়ুসুত বলী।
তব বলে দুরাচার অভীষ্ট সম্পূর্ণ
নাশিয়াছে ধর্ম্মরাজ্যে অধর্ম্ম আচরি,
ধর্ম্মারণ্যে। হায় নাথ ! কলঙ্ক রহিল
তব নাম শশধরে, এ মহীমণ্ডলে !
কে লইবে তব নাম আর, কহ মোরে ?

অস্থুরে বাড়ালে, নাথ, ধর্ম্ম বিনাশিতে !
বরপুত্র তব সেই ধর্ম্ম অধিপতি,
জ্ঞানিজনামূল্যনিধি, ভবসিন্ধুসেতু ;
বিফল সে জপ, তপ কিন্তু সর্ব্ব এব।"

"গর্জ্জিছে দনুজবৃন্দ, নির্ভয় হৃদয়,
গম্ভীর নিস্বনে, ধরাপরে ; টলমল,
করিছে ধরণী ; গর্ভবতী গর্ভপাত্
প্রতিক্ষণে ; মূর্চ্ছাগত ভূচর খেচর।"

"নিপাতিনু রণে, নাথ ! দুর্জ্জয় নিশুম্ভ,
শুম্ভ, যাহাদের দর্পে কাঁপিত মেদিনী,
অমরনগরী, রসাতল ; লুকাইয়া
ছিল প্রাণভয়ে যত অমরসমাজ ;
অনাহারী অসুরারি ফিরে পথে পথে ;
কভু ধাতাপাশে ; কভু ক্ষীরোদ সাগরে।
রক্তবীজ, বীরমণি,—যার বিন্দুরক্তে
জন্মিত অসংখ্য বীর, সংগ্রামে দুর্জ্জয়,
করাল ভীষণকায় ; উদ্ধত অসুর,
হীনবল দেববল যার বাণানলে ;
ধূম্রাসুর—বৈরীকুল যেই অনায়াসে,
আঁধারি চৌদিক, নাশে ; দুর্গাসুর, যারে
দেবাসুর যক্ষ রক্ষঃ ডরিত সকলে ;
ধবল পর্ব্বতসম কায় শূররাজ।—
নিপাতিনু তা সবারে আমি ভুজবলে।
এবে সঞ্চারিছে ভয় হৃদয়ে আমার।

কহ, নাথ! কি উপায়ে বধিব অসুর?”
“আর এক কথা, নাথ! কহি শুন তবে;
হেরিয়াছি কত শত অসুরের দল;
যুগে যুগে; কালার্ণবে সে সবে মগন।—
কুম্ভকর্ণ, দশাননানুজ, দাশরথি
বিনাশিলা যারে, ভীমকায়, বজ্রতনু,
অটল সমরাঙ্গণে, অটলবিহারী
যথা; অতিকায়, বলিসম বিষ্ণুভক্ত,
বিপক্ষের যম; দেব দৈত্য নিসূদন
মেঘনাদ, চরাচরে ইন্দ্রজিৎ খ্যাতি
যার; কুরুকুলগুরু দ্রোণ মহাবল;
সান্তনুতনয় ভীষ্ম, রামদর্পহারী;
রাধাসুত, ধনঞ্জয়, ভীম রণভীমঃ—
হেরিয়াছি সবে; কিন্তু হেন অনীকিনী,
জলধি তরঙ্গ প্রায়, তিমির বরণ,
স্বর্গ মর্ত্য যুড়ি কলেবর প্রতিজনা,
না শুনি শ্রবণে কভু। আমি যে অভয়া
কিন্তু মম হৃদে আজি সঞ্চারিল ভয়।”
“জলদবরণ, নাথ, শোভে যেই বীর,
মহাবাহু মধ্যভাগে, (ওই দেখ চাহি)
অশনিনির্ম্মিততনু; সুমেরুর গোড়া
পদযুগ; বিভীষণমুখকুঞ্চীকৃত
মুখবর; সুদর্শনচক্র চক্ষুদ্বয়;
সংহার মূরতিধর, অরুণ কিরণ;

গদাধর গদাবর বিনিন্দিত গদা
করে ; তব দত্ত শূল ; ভীষণ ফলক
পৃষ্ঠে, অসিবর বাঁধা সারসনপাশে।—
ওই সেই কালাত্মজ ধর্ম্মান্তক কলি,
নাগকুল চূড়ামণি যথা নাগরাজ। ”
“ কত শত সেনাপতি মহাভীমকায়,
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সেনা সঙ্গে রঙ্গে মাতি,
নাচিছে খেলিছে বীরদাপে মদোন্মত্ত।—
রতিপতি, দগ্ধ যেই তব কোপানলে,
অক্ষয় জীবিতবান বিধাতার বরে,
দেবকুলে কালী দিয়া প্রেয়সীরে ছাড়ি,
সেবিছে কলিরে এবে কাদম্বরীতরে।
কুসুমফলক পৃষ্ঠে ; কুসুমের ধনু
করে ; শরপূর্ণতূণ ঝোলে বাম ভাগে।
সেনাপতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওই দুরাচার
যারে হানে করে তার সংশয় জীবন।
পরদার,—কামাত্মজ যারে বলে সবে—
বারাঙ্গনা সখা, ব্রজসখা ব্রজনাথ
যথা, গোপীপ্রাণধন, কটাক্ষাস্ত্রপাণি ;
কাড়ি লয় প্রাণ মন চাহে যার পানে ;
কুলবালা কুলধন দেয় জলাঞ্জলি।
ক্রোধ, দেখ, রক্তোৎপল সদৃশ লোচন,
মহামহীরুহকায়, ওষ্ঠকম্পমান
সদা—দেব হুতাশন পরাজিত যার

কাছে, বীর ভদ্র শূলী তব কোন ছার!
অটল, যেমতি নীলাচল, তরবারি
করে; বিশ্বনাশীমূর্ত্তি করেছে ধারণ।
ওই দেখ লোভ, নাথ! রসনা বিস্তারি
ফিরিতেছে নানাভাবে ফাঁদ লয়ে করে;
সমরবাসনা বীর করে নিরন্তর,
চাতকবাসনা যথা সদা বরিষণ:
সর্ব্বনাশ সঙ্গে সঙ্গে যথা অবস্থিতি।
মোহ, পাশপাণি,—দিব কি তুলনা, নাথ!
সে পাশের সনে আমি! অতুল জগতে
সে যে; তুলা মিলা ভার। কিবা তার কাছে
রমণী কুন্তলপাশ, যাহে কামী মন
দিবস রজনী বাঁধা! নাগপাশজ্বালা
প্রভু, রহে কত ক্ষণ; তখনি জুড়ায়
জ্বালা মৃত্যু আলিঙ্গনে; এ জ্বালা বিষম;
এ জ্বালায় না হয় মরণ; যতকাল
জীবে প্রাণী থাকে সদা নিগড় বন্ধনে।
ধর্ম্মকুলগ্লানি মদ, দেখ মোহপাশে,
পূর্ণঅভিমান, লঘু গুরু নাহি মানে
কারে; ভীমদরশন বীর, নাগ-অরি
যথা, উন্মত্ততা অসি করে, ঘুরিতেছে
রাধাচক্র যেন, সদা এমনি চঞ্চল।
এ হেন সাহস কার যুঝে তার সনে:
মাৎসর্য্য, অনিবার্য্য যাহার প্রতাপ,

তপন উত্তাপসম, অতিভীম কায়,
কৃশদেহ ম্লানমুখ চিন্তাযুত অতি,
নিরালয়ে গঠিতেছে অভিসন্ধি নানা;
সাক্ষাৎশমন বীর অদৃশ্য সংগ্রামে।
প্রমীলাবল্লভ কোন্ কীট এর কাছে!
পরনিন্দা, সদা যেই সসজ্জা সমরে,
সম্ভ্রমকুলের কালী, ঘোষণা বাঁশরী
করে, মহাধনু পৃষ্ঠে লম্বমান, যথা
জামদগ্নিসুত রাম, ক্ষত্রকুলান্তক,
বিন্ধে সবে, দেব নর, কলঙ্কবাণেতে।
হিংসা, পোড়ে যার মন সদা পরসুখ
হেরে, চিন্তাকুলা ধনী মহাভয়ঙ্করী,
অভিমানবিলাসিনী, তীক্ষ্ণ ভল্ল করে,—
বিষধর দন্তাঘাত কোথা লাগে তার
কাছে?—সাজে রণে ঘোর অবলা হইয়া।
কপটতা, মিথ্যাম্বর দিয়া যেই ভাষে
সুমধুর, ঢাকিছে বদন লুকাইতে
সত্য; হিংসাসহোদরা বলি জানে তারে
সবে; বৈরীনাশকাল আছে অপেক্ষিয়া।
আত্মহত্যা, মুণ্ডকাটা বলে তবু নাহি
কিছু ভ্রম, শোণিতের ধারা ধরে ঘুরে
নানাদিকে, যুবতির যৌবনরতন
বিনাশিতে, যুবকের কিম্বা প্রাণধন।"
"কত নাম লব আর! অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ

বীর, মহারথী, কত ধানুকী তবকী
আবরি মিহিরকর, পঙ্গপাল যেন,
ধাইতেছে উৰ্দ্ধমুখে, উৰ্দ্ধবাহু, ঘোর
নাদে, ধর্ম্মানন্দবনে, সবে অস্ত্রপাণি,
প্রফুল্লহৃদয়। দেখ, নাথ! কি ঘটিল!
ধরা বিধুমুখী কত সহিবে যাতনা
আর, বারে বার! তুমি থাকিবে কেমনে,
কহ হে নীরবে, যবে কাঁদিবে সে ধনী?"
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলা শিবানী;
ক্ষীরোদনন্দন ভালে জ্বলিয়া উঠিল;
তিতিল সর্ব্বাঙ্গ, মরি, বিন্দু বিন্দু ঘামে!
শোভিল যেমতি তাহে মুকুতাকলাপ;
অবশিল ক্রমে অঙ্গ; অচেতনা দেবী
পড়ি গেলা মহেশের হৃদিপরে। আহা!
কিবা অপরূপ শোভা ধরিলা ভূধর,
সে পতনে! ঘন ঘন চুম্বি চন্দ্রানন,
মৃদু হাসি হাসি, দেব লাগিলা কহিতে
প্রিয়ভাষে,——"প্রতিকার আশু, প্রিয়ে, নাহি
দেখি কিছু; বিধিবাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে?
সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈববলে বলী,
বাহুবলে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল লভিল;
সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দিলা তারকারি,
অমর সেনানী, সংজ্ঞাহীন, জরজর
তনু। কালবসে এবে ঘটিল এসব;

কিন্তু দেখ ভেবে, কালে নিপাতিল দোঁহে,
ভ্রাতৃভেদ-রূপ অরি মাত্র সহকারী।
বেত্রাসুর—সশঙ্ক যাহার ডরে, দেব
দৈত্য, নাগ, নর, যক্ষ, রক্ষঃ সবে,—দেখা
দিলা রবিসুতদ্বারে, মুনিকুলমণি
দধীচ্যস্থি বিনির্ম্মিত অস্ত্রাঘাতে। উঠ,
চন্দ্রাননি, পীড় নাক আর এ হৃদয়
সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রনাবাণে ; হইয়াছে কবে
অসাধ্য সুসাধ্য ? জান না কি বিধুমুখি !
ধরা শাপগ্রস্তা, যবে মৈথেলী বিরহে,
কাতর অযোধ্যাপতি, ক্রোধান্ধপ্রকৃতি,
কহিলা বসুধা প্রতি ;—'জ্বালালে আমায়
যেন, জ্বলিবে সে রূপ, যুগে যুগে তুমি।'
তেঁই এত বিপত্তি ঘটিছে ধরাপরে।"
এতেক কহিলা যবে স্মরারি দেবেশ,
উঠিলা অমনি মাতা জগত্মোহিনী ;
রহিল আগুণ কিন্তু অন্তরঅন্তরে।
জ্বলিবে যখনি তবে নাশিবে ভুবন।
এদিকে কলুষপতি মহাহৃষ্ট মনে
উতরিলা দলবল সাথে, ধর্ম্মাটবী—
মুনিগণ, ঋষিগণ, আরাধনাবাস,
জ্ঞানিবর্গসুধাধাম, বার্দ্ধক্যবিরাম।
মর মর রবে হলো পাদপ পাথর
ধরাশায়ী ; পর্ণশালা কত, ভগ্নচাল

উড়িল আকাশপথে। কাননমাঝারে
আছিল দেউল এক, সুবর্ণনির্ম্মাণ,
হীরকে রচিত চূড়া, অধিষ্ঠান শিব
তার মাঝে ;—চূর্ণ তূর্ণ হইল সে সব।
নিকুঞ্জ কানন,—যথা প্রকৃতি সুন্দরী,
জগজ্জন মনোলোভা, মনোহরাবেশে,
ভুলাতেন অহরহঃ সরলারমণে—
রহিল কোথায় এবে সে সব এখন ?
ভুবনদুর্লভা হেন সুন্দরী অটবী
সাজে কি রে বৃন্দাবন, কৃষ্ণবিলাসিনি,
তো সহ তুলনা তার ? হায় রে অশোক !
তোমার যে দশা আজি ঘটিল তাহাই,
ধর্ম্মারণ্যে ! মারুতি-অসুর করিল রে
তাহাবে সশোক। হায় ! ঋতুকুলপতি !
কোথা সে গৌরব তব ? পারিষদগণ
তব গেল কোথাকারে ! শোণিতাক্ত দেহ
কেন, কহ মোরে ? শরশয্যাশায়ী যথা
গঙ্গার নন্দন, কেন রহিলা হে তুমি.
প্রাণ মাত্র ধরি, ধরাসনে ? বুঝেছি হে,
ভাব তব, বলিতে না হবে আর কিছু ;
অভিশাপ আছে তব ঘটিবে এমনি।
মর্ত্যতাপ দূর এবে ; যাও সে নন্দনে ;
কিন্তু বসুমতী বাঞ্ছা করিও পুরণ
একবার বৎসরান্তে ;—এই ভাষে কবি।

কোথায় সে গিরি, যাহা দেবের আশ্রম ?—
নর কভু দেখে নাই স্বপ্নাবেশে—হীন
মন্দমতি কেমনে তা বর্ণি আমি, বিনা
জ্ঞানচক্ষু। নীলাচল, বিন্ধ্যাচল শোভে
অবনীমণ্ডলে যত ; কৈলাস শিখর,
বিরাজেন ভূতনাথ যথা সদা ভূত
প্রেত সনে ; গোবর্দ্ধন,—ব্রজের রমণ
কৌতুক সরস রসে বিহরিত যথা,
পূরি মুরলীর রবে বন উপবন ;
অথবা ধবল,—অভ্রভেদকারীতনু
গিরিরাজশৃঙ্গ—সদা তুষারআবৃত,
বিহরে যাহার শিরে আদিত্য হরিষে,
অনুব্রত ;—না ধরেএ শান্তমূর্ত্তি কেহ।
সুগায়ক বিহঙ্গম নানা ; প্রস্রবণ
কত শত ; বনচরী কুরঙ্গী চঞ্চলা
নাগারি শার্দ্দূল সহ একত্র শয়নে ;
বিরাম দায়ক বট, যোজন বিস্তারি
দেহ, পথিকের শ্রম দূরকর, খ্যাত
কল্পতরু নামে তিন মহালোকে ; চ্যূত,
কোথা নবকুসুমিত সারি সারি, কোথা
বা নবীন ফল, নবদূর্ব্বাদল রূপে
তৃষাতুর পথশ্রান্ত পথিকে আহ্বানে ;
কোথাও শাল্মলীতরু আলিঙ্গিছে গাঢ়,
প্রকাশি রতন আভা, স্বর্ণলতিকারে.—

বিভুগুণ ধর্ম্মগুণ গাইতেছে যেন
সদা, সবে মিলি, বসি যোগাসনে, যথা
ঢেঁকীযান, বিষ্ণুপ্রিয়, বীণাযন্ত্র করে !
ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিস্তারক, তাপীজন প্রতি
অনুকূল, রহিল সে সব কোথা এবে !
পরেছিল ধরা যত মোহনভূষণ,
কুসুমরচিত সব, বিভুগুণমাখা,
দিল সব রসাতল ধর্ম্মারি পামর,
নিমিষেকে। নাশি বন, চলিলা নাশিতে
পুরী, মহানন্দে ভাসি, সত্বর গমনে।
কি কহিবে কবি আর, ওহে ধর্ম্মরাজ !
বসুমতী দুরগতি তোমার বিরহে ;
নিরন্তর যাতনার নাহিক অবধি ;
ভাসিছে উরস সদা বিগলিত ধারে।
গর্জ্জিছে দানব পুনঃ ; না জানি কি ঘটে !
ভীম নাদে ব্যোমপথে উঠিল বাহিনী ;
ধর্ম্মপুরবাসী তাহে মানিলা সংশয়।
কাঁপিল সে পুরী ভয়ে থর থর করি।
ধর্ম্ম অনুগত যত ভাসিল সন্তাপে।
বল বুদ্ধি হারায়েছে সবে ; ধর্ম্মসনে
গিয়াছে সাহস ; আছে প্রাণমাত্র ধরি ;
হায় রে গাণ্ডীবি ! তব দশা ঘটিয়াছে
আজি ধর্ম্মকুলে ! দেখ তুমি স্মরি মনে !
কি করিলা তুমি, বীর ! যদুকুলমণি

ত্যজিলা পরাণ যবে ? কোথা গেল
বুদ্ধি তব সে সকল ? গোপদলরণে,
মৃত্যুঞ্জয়দর্পহারি ! হইলা ফাঁফর।
পলাইল উভরড়ে যে যেখানে ছিল,
পুরীমাঝে। জনশূন্য হলো পুরী এবে।
সদানন্দময়ী পুরী নিরানন্দে ভাসে।
তত্ত্বজ্ঞান মহাবীর, বৈরাগ্য, অনুজ
আছিলা ধ্যায়ানে, দোঁহে, নয়ন মুদিয়া ;
চমকিলা এবে ভীম গরজনে, যথা
সিন্ধুরাজ, স্বীয় পুত্র শির করে ধরি।
সুস্থির হইয়া পরে অনুজের প্রতি
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব, মৃদুমন্দ স্বরে ;—
" হা ভাই বৈরাগ্য ! আর না হেরি উপায় !
তরী এক, এ বিষম বিপদ সাগরে,
ছিল যাহা, ডুবিয়াছে ইথে বিধি পাকে।
দেখ হে, দানবদল ঘেরিতেছে গড়,
চতুর্দ্দিতে ; কেমনে নিস্তার পাব, নাহি
পাই ভাবি। রাখ এই পুরী, যে অবধি
নাহি ফিরি আমি। যাব মন্দাকিনী তীরে,
প্রভাবতীপাশে। কব এ দুঃখবারতা
তাঁরে। যা করেন তিনি এ মহাবিপদে।"
কলুষারি সেনাপতি এত বলি তবে,
চলিলা ভেদিয়া নীলাম্বর, আশুগতি।
উতরিলা মন্দাকিনী পলকে ধীমান।

সহস্রসূর্য্যের প্রভা জিনি স্থির প্রভা,—
যাঁর লাগি সুরাসুর জ্ঞানলাভে রত ;
দিনমণি নিশামণি যা হতে রচিত ;
মোক্ষপদ বাঁধা সদা যে পদ কমলে ;
জগৎ স্থজন লয় কৃপাবলে যাঁর ;—
হেরিলা সে রম্য তটে, চিন্তাকুলা যেন ।
নমস্কারি মহাভাগ দেবীপদযুগে
দাঁড়াইলা করযোড়ে নিবেদনআশে ।
বুঝি দেবী অভিপ্রায় কহিলা হাসিয়া,—
" যে কারণে আগমন তব জানিয়াছি,
বৎস ! কিন্তু মম তাহে নাহিক শকতি
নিবারিতে, প্রতিকূল ধাতা যবে । যাও
ত্বরা ফিরি, আয়োজন কর বিধিমতে ।
পড়িবে আপনি কলি আপনার জালে ;
হবে জয় তার কিন্তু সে জয় পতন । "
এত বলি নীরবিলা মাতা । নমস্কারি
তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিভাবে, ফিরিলা আবাসে ।
হেথায় বৈরাগ্য বীর একাকী দুয়ারে,
যুঝিলা কতেক, তাহা কে পারে বর্ণিতে ?
সহকারী কতিপয় ধার্ম্মিক সুজন
মাত্র । কত শত বৈরী পড়িল সমরে !
পলাইল কত, প্রাণ লয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে !
বহিছে শোণিতস্রোত ; বায়স, গৃধিনী,
ফেরুপাল পালে পাল, ফিরিছে চৌদিকে,

রক্তাপানে ওষ্ঠাধর অরুণবরন।
পিশাচ পিশাচী গলে দৈত্যশিরহার,
হাসিছে খেলিছে সদা হী হী রব করি!
গর্জ্জিছে দানব ঘোর; টলিছে ধরণী!
অসংখ্য দৈত্যের সংখ্যা কি হইবে ইথে।
কত মরে, কত বাঁচে, নহে নিরূপণ।
বিষম দুর্জ্জয় রিপু বিশ্বাসনাশন
সাজিল সমরে তবে, নানা অস্ত্র ধরি।
বিশ্বাসি তাহারে দিলা সেননী অনুজ
আজ্ঞা যুঝিবারে। দুষ্ট কপটতাচারী
গৃহছিদ্র যত, পাপে সকলি কহিল,
নানা লাভ অভিলাষে; খুলিল দুর্গের
দ্বার; অঘ-অধিপতি প্রেবেশিলা মাঝে
তার, চতুরঙ্গদলে। ধর্ম্মদল দিল
সে ঘোর দলনে ভঙ্গ। এ হেন সেনানী
পলাইলা ভয়াকুল। আত্মসংজ্ঞা এবে
ভগ্নপদ, শক্তিহীন পড়িলা ভূতলে,
কটাক্ষ-সুতীক্ষ্ণবাণে। বিবেক, বৈরাগ্য-
পিতা, অশ্বথামাধিক পুত্রে নাহি হেরি,
বসিলা ধরায়, হেঁটমাথে; রতিপতি,
ধর্ম্মকুল-অরি তাঁরে বাধিল অমনি,
নিগড় বন্ধনে। মদবাণে বিচেতন
পর-উপকার, সর্ব্বদুঃখহর, যথা
রাধামৃত। সরলতা, কপটতারনে

দেখাইলা পৃষ্ঠ। সত্য ঢাকিলা মেঘেতে
স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি জীবন কারণে।
এ রূপে ধর্ম্মেরগণ পলাইয়া কেহ,
মানিলা বন্ধন কেহ, দুরদৈববশে।
সহস্র সহস্র বীর ত্যজিলা জীবন,
সম্মুখ সমরে, দেহভার, সহিবারে
নারি। বিধাতার বাক্য অমোঘ, ফলিল
এত কালে! হাহাকার রব উঠিল চৌদিকে।
এদিকে দুরন্তাসুর, বিক্রমে কেশরী,
রণজয়ী সিংহনাদ ছাড়িছে উল্লাসে।
ধর্ম্ম-অনুগত প্রতি প্রতিকূল সবে;
লুটিছে কাহার ধন; খর্ব্বিছে কাহার
মান; জাতিনাশ, কুলনাশ করিতেছে
কত! কেহ হাস্যমুখে দিতেছে আগুণ
প্রতি ঘরে। পুড়িতেছে কত শত প্রাণী।
জগত শ্মশান বেশ করেছে ধারণ।
হায় রে শমন! তুমি সর্ব্বগর্ব্বহর;
এ হতে কি ভয়ঙ্কর কিন্তু তব পুরী?
পাপ পুণ্য মত প্রাণী ভুঞ্জে নানাভোগ,
তব পুরে; বিপরীত কিন্তু ঘটে হেথা।
পাপ লভে জয়; পুণ্য পায় পরাজয়।
কান্দিতেছে পুরবাসী হাহাকার রবে;—
"হায়, রাজ্যেশ্বর, ধর্ম্ম, অখিলপালক,
রহিলে কোথায় এবে! দেখ আসি, হেন

রাজ্য তব, করিতেছে লণ্ড ভণ্ড কলি
দুরাচার। আমা সবে কে আর রক্ষিবে,
এ ঘোর বিপদে? হায় নাথ! ছার প্রাণ
রাখিয়ে কি হবে আর? যথা তুমি লও
আমা সবে; গতি, মুক্তি তুমি আমাদের।"
কান্দিতেছে বামাকুল অতি উচ্চরবে।
হানিছে কঙ্কণ শিরে; ছিঁড়িতেছে কেশ,
এককালে ভুলায়েছে যাহে কত শত
যুবকের মন; অশ্রু ভিজিছে বসন।
কেহ পুত্রশোকে; কেহ প্রাণকান্ত হারা।
কার্ না পরাণ কাঁদে এ ক্রন্দন শুনি?
এমন কঠিন প্রাণ কার্ এ জগতে?
হাসিছে অসুরদল খল খল করি।
কি দে যে গড়েছে বিধি তাদের হৃদয়,
জানিবে কেমনে কবি? বুঝহে সুজন।
বিলাপিছে এক বামা, ভূতলশায়িনী,
পাগলিনী;—"হা, হা, বৎস বীরবর! কোথা
গেলে আমা ছাড়ি? এই কি দারুণ বিধি,
আছিল রে তোর মনে। একটী রতন
পেয়েছিনু মাত্র, তারে কি দোষে হরিলি?
মা, মা, বলি কে ডাকিবে আর? যুড়াবে কে
তাপিত হৃদয় ভাষি সুমধুর? আয়
বাছা, দুঃখিনীরধন! হেরি চাঁদমুখ,
নয়ন ভরিয়া তোর, একবার! প্রাণ,

হেথা তুমি কি করিবে আর ? শুকায়েছে
সুখসরোবর ; চল যাই এবে যথা
হারানিধি। দুরন্তকলুষরাজ্যে পাবে
কিবা ধন !" এই বলি, কাঁদিলা কতেক
বামাদল, শোকবিষে জর জর তনু।
কাঁদিতেছে আর বামা, হানি শির করে,
অকলঙ্ক-শশিমুখ-কমলগঞ্জিনী ;—
"হায়, হায় ! কি হইল, কি হইল আজি !
কোথা গেলে, প্রাণনাথ ! এদাসীরে ছাড়ি ?
এনবযৌবন ডালি দিলাম তোমারে ;
কিন্তু তাহে ফলিল কি ফল ! হলো মোর
বিফল জনম এবে। সেবিতাম পদ
দাসী হয়ে, তাহে নাহি ছিল কিছু বাধা।
বিরহ যাতনা, নাথ ! সহিব কেমনে,
অবলা সরলা আমি ! থাকিতাম যবে
মানভরে, নিরুত্তরা, তুষিতে আমারে
প্রিয়ভাষে কত মতে ; সে গর্ব্ব এখন
রহিল কোথায় মম ? হায় প্রাণেশ্বর !
গেলা কোথাকারে ! দূর হ রে কণ্ঠমালা !
এসময়ে তুই আর কি করিবি হেথা ?
স্বর্ণকণ্ঠমালা ছিল এগলে ভূষণ,
গাঁথা প্রেমডোরে। ওরে শিখি, শিরোমণি !
রমণীর শিরোমণি গিয়াছে রে ছাড়ি !
কি রঙ্গ দেখিস্ তুই, আয় নামি আয়

শীঘ্র। রে কঙ্কণ, হার, বলয়, কেয়ূর !
তোদের যতন এত যার তরে, যথা
তিনি কর রে পয়াণ ! গঞ্জনা করিস্
কেনে মিছে ?" এই রূপে কত শত বালা,
পূরিছে গগণ আর্ত্তনাদে। কভু গালি
দিতেছে কলিরে ; কভু নিন্দিছে কপাল
আপনার। সাধুজন জীবনে, দহনে,
ত্যজিছে জীবন, ইষ্ট ভাবি, হৃষ্ট মনে।
হেন কালে দিনমণি দিলা দরশন,
অস্তাচলে—বুঝি আর ধরার দুর্দ্দশা
না পারি দেখিতে—ছল ছল আঁখিনীরে।
সিন্দূর বরণ মেঘ ঘেরিল তাঁহারে
চারিদিকে, যথা যবে পর্য্যটক ভ্রমি
নানা দেশ আসে ফিরি বাসে, কার্য্য সাধি,
জ্ঞাতিবর্গ বন্ধুজন যত ঘেরে তারে,
দরশন অভিলাষে। আইল গোধূলি,
রঞ্জিত নয়ন, নানারত্ন শিরে ধরি।
নীরবে পশিল পাখী আপন কুলায়,
ধরাদুঃখে দুঃখী সবে, বিষণ্ণ বদন।
কমলিনী বিষাদিনী সরসীর মাঝে,
ডুবিল অমনি ক্রমে মুদিয়া নয়ন।
কুমদিনী সুহাসিনী নিরমল নীরে,
ভাসিল তখন নানা হাব ভাব ধরি।
প্রেমদায় প্রমদায় কত ভাব ধরে

জানে প্রমদায় যবে বিরহ অনল
পশি হৃদি-রম্যবনে দহে অনিবার
প্রেমের কলিকা যত । কি বলিবে কবি ?
নায়কের মন পারে সে ভাব বুঝিতে !
হইবে মিলন ভাবি প্রমুদিল ধনী ।
কোথা সে মিলন—বিরহিণীপ্রাণধন ?
কাদম্বিনী ধনী আসি সৌদামিনী সনে
ঘেরিল অম্বর, শশী সনে কেলিবারে ।
আঁধার হইল ধরা ; কাঁদিলা ধরণী,—
ভয়াকুলা রসবতী সে আঁধার হেরে ।
কাঁদিলা কুমুদী কত, কি বলিব তার !
নিশা আগমনে যোধ যায় সবে ফিরি
শিবিরে বা ঘরে ; কিন্তু পাষাণহৃদয়
কলিকুল রণমদে মত্ত না শুনিল
কার কথা ; বাড়িল দ্বিগুণ বল রাজ্য
লুটিবারে । সত্বর গমনে সবে অসি
চর্ম্ম ধরি চূর্ণিতে লাগিলা আভরণ,
ধরে সযতনে যত ধরা, তুষিবারে
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, কবিকুলে । সশঙ্কিত
গ্রামবাসী পলাইলা উভরড়ে, ঝোপে
প্রান্তরে যে যেখানে পারিলা, আশুগতি ।
আলুয়িত চারুবেণী ডুবিল মহীলা
কত স্রোতস্বতীনীরে । হাহাকাররব
চারিদিকে উপজিল । বাল্মীকির কর

যেন ধুলা দেয় চখে, অবাকি দর্শকে,
তেমতি ভঙ্গিতে এবে পাপ বাজীকর,—
অদ্ভুত যাহার ভাব, হস্তের চালনা,
কি অমরে, কিবা নরে মোহে সবাকারে,—
একই চালনে সব করিল কান্তার।
যেখানে তড়াগ ছিল হইল পর্ব্বত।
পর্ব্বত যেখানে ছিল হইল তড়াগ।
অট্টালিকা স্থানে এবে কানন নিবিড়,
শ্বাপদ জীবের বাস, ঘোরদরশন।
ঝর ঝর ঝরে যথা ঝরিত নির্ঝর,
রজত নির্ম্মিত যেন নির্ম্মল দর্পণ;
যার কূলে দাঁড়াইয়া তরুকুল সবে,
হেরিত মূরতি স্বীয় মানসহরিষে;
নিদাঘের কালে যেই সেবিত অতিথি—
ব্রহ্মচারী, মৃগকুলে সদা জলদানে;
হয়েছে সেখানে এবে গভীর পয়োধি।
কোথা বা সে তরু, লতা, মৃগ, ধর্ম্মচারী,
ধর্ম্মের মন্দির; কোথা রহিল সে সব?
অঘটন ঘটিল সে আজি ধরাভালে!

এরূপে খেলিয়া খেলা দুরন্তঅসুর
হইল বিমুখ সবে। যে যার শিবিরে
গেলা চলি শান্তিআশে হরষিত মনে,
পাণ্ডববাহিনী যথা কুরুকুল নাশি।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি; নীরব হইল

সেনাগণ, নিদ্রাযোগে। জাগে একমাত্র
কাদম্বরী-হৃদয়বল্লভ দুরাচার।
সুকোমল শয্যা তার ফুটিতেছে গায়;
দহিতেছে গাত্র তার দাবাগ্নি যেমতি।
শয়নিছে কভু; কভু উঠিছে সঘনে।
কি যে সে যাতনা, কেবা পারে তা বুঝিতে!
বারম্বার এ যাতনা সহিতে না পারি,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, লাগিলা কহিতে
নিদ্রাপ্রতি,—“ কোথা গো লো জগতমোহিনি!
এ কেমন রীতি তব না পারি বুঝিতে?
কোন্ দোষে পদচ্যুত করিলে আমারে?
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যার আকুলিত প্রাণ;
তরুতল সদা যার শয্যা মনোহর;
আমা হেন জনে ছাড়ি তারে তব প্রীতি?
হের ওলো বরাননে! এ চারু মূরতি
করিয়াছি বিভূষিত কুসুম চন্দনে,
তব প্রেম আশে। শরশয্যা মম পক্ষে,
তোমার বিচ্ছেদে, ধনি! এ কুসুম শয্যা!
উর ত্বরা করি, নেত্রবিলাসিনি! দূর
চিন্তা; দহিছে সে কেন মোরে নাহি জানি
হেতু? যদি বল, সীমন্তিনি! ভীতা তুমি
তাহার তাড়নে; ব্যর্থ নাম তব এবে
জগতমোহিনী; ব্যর্থ দণ্ড মোহে যাহে
স্বরগ, মরত, বলিপুর, নিমিষেকে।

অন্তর অন্তরে আছে প্রণয় মন্দির,
সুশোভিত, মনোহর অট্টালিকা কিবা!
তাহাতে দিয়াছি স্থান আমি লো তোমারে।
তবে কেন, ধনি! তুমি বিলম্বিছ আর?
ছাড়ি থাকে কুমুদী কি কভু শশধরে?
রোহিণীর ডরে কি সে রহে লুকাইয়া?
দেখ, বিধুমুখি! স্মরি ব্রজের কথন;
থাকিত কি ব্রজেশ্বরী কুলমান ভয়ে,
বংশীধর বংশীধ্বনি করিতেন যবে?
আর দেখ ভাবি, ধনি! যদিও পার্ব্বতী
ভবেশহৃদয়মণি; তবু শিরোমণি
তার কল্লোলিনী ধনী, ত্রিলোক তারিণী।"
এইরূপে কত মতে নিন্দিয়া নিদ্রায়,
উঠিলা সরোষে তবে থর থর করি।
ক্ষণেকে সে ভাব গেল; কে জানে কি ভাব
পুনঃ পশিল সে মনে, সদাই চঞ্চল?
অমনি রসিল মন প্রণয়ের রসে।
আছিল গোলাপ এক কুঞ্জের মাঝারে,
সবে মাত্র বিকসিত নবরসে ভরা।
রসরাজ বীররস এবে পরিহরি
মজিলা সরসরসে হেরি সে কুসুমে।
প্রণয়িনী,—পঙ্কজিনী লোহিত বরণী—
অমনি জাগিল হৃদে। সম্বোধি গোলাপে,
লাগিলা কহিতে তবে নানারসভাবে,—

"হে [illegible]? যাও তুমি যথা প্রাণেশ্বরী।
ভুষাও উর[illegible]র ; পাইবে ভূষণ।
সেই সে ভূষণ তব ; তুমি যোগ্য তার।
কেন আর মম হৃদে দিতেছ যাতনা ?
রূপসী প্রেয়সী মম রাখিবে যতনে
তোমা, হে রতন ধন ! বিলম্ব না সয়।
বল কি হে সাজে তোমা, রসরাজ তুমি ?"
" সংসারের সারধন রমণী রতন,
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় যাহার কারণে ;
শিরোমণি হবে তার ; বাড়িবে সম্মান।
সখাভাবে সে তোমায় কত কি কহিবে !
সার্থক জীবন তব কর গিয়া তথা। "
এত বলি রসরাজ হৈলা অচেতন,
প্রেয়সী মোহিনী মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে।
অমনি যামিনী দেবী লইলা বিদায়।
হাহাকাররবে ধরা কাঁদিয়া উঠিল।

ইতি শ্রীকাদম্বরী কাব্যে কলির রাজ্যাধিকার নামক তৃতীয় সর্গ।

সমাপ্ত।